মালঞ্চ

খণ্ড কাব্য

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত।

মূল্য ॥০ আনা

মালঞ্চ

[খণ্ড-কাব্য]

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ-বিরচিত

চুঁচুড়া আলোচনা সমিতি হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩০ সাল।

উপহার

মাতৃভাষানুরাগী—

শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ

কর-সরোজে ;—

জাতি, যুথী, কুন্দ, বেলা, মল্লিকা, পারুল,
গোলাপ, মালতী, চাঁপা, সেঁউতী, বকুল,
আমার মালঞ্চে নাই এ সকল ফুল—
সৌরভে অতুল !
আছে এতে—রাঙ্গা জবা, করবী, টগর,
অতসী, অপরাজিতা, পুন্নাগ, কেশর,
শেফালী রঙ্গনে, বল করিবে আদর—
কোন্ মধুকর ?
ফুল—গন্ধহীন ব'লে দেয় দিক্ গালি ;
উত্তাপে শুকাবে গাছ—সেই ভয় খালি !
দিও তুমি স্নেহ-নীর তরুমূলে ঢালি—
হে রসিক মালি !
কোরকে কাটিলে কীট—হবে বোঁটা সার !
সে কুসুমে কে করিবে পূজা দেবতার ?
তোমারে দিলাম তাই আজি উপহার—
"মালঞ্চ" আমার !!

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার।

ভূমিকা

আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ রামসহায় ভায়া, তাঁহার "মালঞ্চের" ভূমিকা রচনার ভার আমাকে প্রদান করিয়া, বোধ হয় বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই। আমি অযত্নমলিন, নীরস ইতিহাসের মধ্য দিয়াই জীবনের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া, সমাপ্তির অপেক্ষাতেই বসিয়া আছি। এ পরিশুষ্ক, অনাদৃত, অনুতাপময় জীবনে সৌন্দর্য্যের পূজা করিবার অবসর বড় পাই নাই,—সেইজন্য আজ রামসহায় ভায়া, সুগঠিত সযত্নরচিত "মালঞ্চের" পরিচয় প্রদানের এই দায়িত্বপূর্ণ ভার প্রদান করিয়া, আমাকে অনুগৃহীত অথবা বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীমান্ রামসহায়, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত দুই-ই। তাঁহার "অবকাশে" ব্রহ্মণ্যের যে গৌরব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এই "মালঞ্চেও" তাহার মহনীয়ত্ব সমভাবেই বিকশিত রহিয়াছে। এই দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের সহিত আমাদিগের যতটা পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমরা তাঁহার একখানি শুচিশুভ্র গরীয়ান্ দিব্য আসন বিস্তৃত দেখিতে পাইয়াছি, আর তাহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

"মালঞ্চ"—কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে এই পরিচয়ই যথেষ্ট নহে। ইদানীং আমরা যে সকল কাব্য সাধারণতঃ দেখিতে পাইতেছি, তাহাদিগের সহিত ইহার একটী সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে তারুণ্যের প্লাবন নাই, বিলাসিতার উন্মাদনা

নাই, কৃত্রিমতার উচ্ছাস নাই- কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সারল্যের মধুরতা অথবা গাম্ভীর্য্যের মহত্ব এবং সত্যের বরণীয় আত্মপ্রকাশ আছে। যাহা আছে, তাহারই পূর্ণবিকাশ, প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া, অসঙ্কোচে পরিচিত হইতে পারে। আর পরিপূর্ণ যৌবনে, গ্রন্থকার যে অগ্রগমনের এই চিরগুপ্ত অথচ চিরমহিমান্বিত পন্থাটি আংশিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে কতকটা আত্মগৌরবের দাবী করাও তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। কে বলিতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে ভাববিকাশের এই ক্ষীণ ধারা বর্ষার উন্মত্তা স্রোতস্বিনীর ন্যায় উচ্ছসিত আবেগে দুকূল পরিপ্লাবিত করিয়া খরবেগে ছুটিবে কি না? তবে, এই ধারাটী ভাবজগতের নবাবিষ্কার নহে—ইহার বিকাশই সাধনা সাপেক্ষ।

ইদানীং পুস্তকে ভূমিকাসংযোগ, সর্ব্বপরিগৃহীত পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং মালঞ্চেরও ভূমিকার অসদ্ভাব না রাখিয়া গ্রন্থকার অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখিলেন না বটে, কিন্তু এ জয়পত্র তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাঁহাকে কতটা সাহায্য করিতে পারিবে, তাহা বলা সম্ভব নহে। তবে তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ে ও তাঁহার সাধনায় মুগ্ধ হইয়া, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি-তেছি—তাঁহার প্রতিভা স্বর্গসুষমামণ্ডিত হউক, সর্ব্বসাফল্যের অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে জয়যুক্ত করুন।

এক্ষণে উৎসাহদাতা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নয়নসম্মুখে নবীন গ্রন্থকার—দার্শনিক, "বাঙ্গালীর কবি" শ্রীমান্ রামসহায়কে উপ-স্থাপিত করিয়া আমি বিদায় লইলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মানব-হৃদয়ের প্রেম, প্রকৃতি হৃদয়ের ফুল—এই দু'টীর মত দেবপূজার অনিন্দ্য উপকরণ আর নাই। প্রেম আকর্ষণ, ফুল সৌন্দর্য্য। তাই প্রেমের যিনি অধিদেবতা,—ফুলই তাঁহার বিজয়াস্ত্র। ফুলের শক্তি অসীম, মানবের উদ্দাম স্বৈরগতি কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হয় না, কিন্তু একগাছি ফুলের মালাতে অনায়াসেই তাহাকে বাঁধা যায়। দেখিতে গেলে ফুলকে যত ক্ষুদ্র দেখায়, বুঝিতে গেলে তাহা অনন্ত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফুল—প্রকৃতির মুখ; প্রকৃতি-হৃদয়ের অনবচ্ছিন্ন ছায়া ফুলের অঙ্গেই প্রতিভাত, প্রকৃতির সম্পূর্ণ আদর্শ বিম্ব উৎপ্রেক্ষা করিয়া ফুলের মালঞ্চ ভূমানন্দে পরিপূর্ণ।

আপনাকে বিকসিত করা ফুলের যতটা উদ্দেশ্য, আপনাকে প্রকাশিত করা ততটা নহে। যেখানে লোক নাই, নয়ন নাই, হৃদয় নাই,—ফুল সেখানেও ফোটে। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র আয়ুঃসীমায় ক্ষুদ্র ফুলের ভিতর কত ভাঙ্গা গড়ার ধূম! ইহারই মধ্যে তাহাকে জড়িত কুঞ্চিত দলগুলিকে পূর্ণরূপে উন্মেষিত করিয়া রূপের হাটে বসাইতে হয়, অভ্যাগত মধুকরকে আতিথ্যে পরিতৃপ্ত করিতে হয়, আত্ম-ভাণ্ডারের সমস্ত মধু ও সমস্ত গন্ধ পর্য্যবসিত করিয়া সহস্রধা বিভক্ত হইয়া দশ দিকে অভিব্যক্ত হইতে হয়; শেষে জন্মতরুর মূলে মৃত্তিকা-শয়নে ঝরিয়া পড়িতে হয়। দেখুন দেখি—ক্ষুদ্র ফুলের কাজ!

ফুলের অনন্ত রূপ। কোন ফুল শিশুর অধরে হাসির মত,

কোন ফুল অশ্রু-তরল দুঃখের মত, কোন ফুল ভয়ের মত, কোন ফুল বিস্ময়ের মত, আবার কোনটী বা রাঙ্গামুখী লজ্জার মত। বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য-বসনের অন্তরালে ফুলের এই অপূর্ব্ব ইঙ্গিত অনুভব করিয়া, আমি এই "মালঞ্চ" সাজাইয়াছি। কিন্তু অক্ষম হস্তের রচনা বলিয়া—প্রকৃতির আবেগ মৌনময়ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই দীন জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, প্রাণভরা স্বপ্ন ও হৃদয়ভরা আবেগ "মালঞ্চের" বেড়া ভাল করিয়া বাঁধিতে পারে নাই;—এ দোষ আমার নহে।

আমার বন্ধুগণ ধারাসারের উপর ধারাসার ঢালিয়া এই নিদাঘ-শুষ্ক কঠোর "মালঞ্চে" লীলাচঞ্চল হরিৎ তরঙ্গ ছুটাইয়াছেন, আমার জীর্ণ তরুর শীর্ণ ফুল—যদি কুঁড়িতেই মজিয়া গিয়া থাকে—সে দোষ তাঁহাদের!

যাঁহারা কাঁটালপাড়া সাহিত্য সম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারাই "মালঞ্চ" প্রকাশের উৎসাহ-দাতা। তাঁহাদের প্রীতি-কোমলা পুণ্যময়ী স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের চারিটী ফুল আত্মসাৎ করিয়া মালঞ্চের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছি। ইহাতে আমার লজ্জা নাই। তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোর মজুমদার এই বন্ধু চতুষ্টয় চারিটী ফলে পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব দেখাইয়াছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি "অবকাশ" লইয়া পাঠকগণের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম—তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই—"অবকাশ" তাঁহাদের নিকট সমাদর লাভ করিবে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য—

তুচ্ছ হইয়াও "অবকাশ" সাধারণের সহানুভূতি পাইয়াছে। "বঙ্গদর্শী" সম্পাদক ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন, সাময়িক সাহিত্যের বহু সম্পাদক "অবকাশকে" স্নেহসিক্ত করিয়াছেন, দেশগুরু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী "অবকাশকে" আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

এই অনুকম্পা স্মরণ করিয়া "মালঞ্চ" প্রকাশিত হইল। ভাল হউক মন্দ হউক, ইহাই আমার কবিতা রচনার প্রথম উদ্যম। শক্তি সামান্য—আশা অনন্ত। তবে ভরসার মধ্যে—সকল সিদ্ধির মূল দেব কৃপা।

কাঁটালপাড়া,
১০ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

---

* চিহ্নিত পদ্য কয়টি "ব্রাহ্মণ সমাজ", "সুলভ সমাচার", "পন্থা", "সমাজ" ও "বসুধায়" প্রকাশিত হয়। "বঙ্কিমোৎসব" বঙ্কিম স্মৃতি সভায় পঠিত হয়।

মালঞ্চ

সরস্বতী বন্দনা

ওমা সরস্বতি আমি মূঢ়মতি
না জানি ভকতি অক্কতি অতি।
ভাব বিল্বদলে দিয়া পদতলে
পূজিব বিরলে আছিল মতি ॥

মানস কাননে রেখেছি যতনে
কুসুমরতনে চয়ন করি।
ভকতি চন্দন করিয়ে লেপন
পূজিব চরণ অঞ্জলি ভরি ॥

কমল চরণে শোভিবে কেমনে
মানস নয়নে দেখিব তাহা।
হৃদয় বেদনা মানস কামনা
জানাব সকলি বাসনা যাহা ॥

এমনি করিয়ে বাঁশীটী ধরিয়ে
ভকতি ভরেতে তুলিব তান।
ধমনী নাচিবে পুলক উঠিবে
আমোদে ভাসিবে আমার প্রাণ ॥
(আমি) বিজনে বসিয়া পঞ্চমে তুলিয়া
কোকিলের সনে গাহিব গান।
শারদ প্রভাতে পাপিয়া যেমতে
হরষিত চিতে তুলে গো তান ॥
হাসি হাসি প্রাণে কুসুমের কাণে
পরাণ-মাতানে তুলিব স্বর।
তটিনী সলিলে ঝিকিমিকি খে'লে
অনন্ত নিখিলে করিবে ভর ॥
অলি গুণগান মানিনীর মান
সদৃশ সুতান উঠিবে যবে।
বহিবে উজান শুনি বীণাধ্বান
শ্যামগত প্রাণ যমুনা তবে ॥
সে গান শুনিয়া ভূমেতে লুঠিয়া
রাধিকা কাঁদিয়া ঘুরিবে বনে।
মধু বৃন্দাবনে শ্যাম আরাধনে
গোপবধূগণে ছুটিবে সনে ॥
ধেনুগণ যত কাঁদিবে নিয়ত
যশোদার সুত কোথায় র'ল।
শাখা-কর তুলে তরু যেন ব'লে
ওই দিকে চ'লে মাধব গেল ॥

কণ্টকে চরণ ছিঁড়িবে তখন
তবুও গমন শ্যামের তরে।
বসন টুটিবে অলকা দুলিবে
তবুও ছুটিবে বাঁশরী স্বরে॥
বাঁশীর আবার বাড়িবে বাহার
রাগিণী হাজার বাজিবে যবে।
দিগ্বধূগণ মেঘআবরণ
খুলিয়া তখন দেখিয়া লবে॥
ঈষৎ আমরি ঘোমটা উতরি
হানিবে সুন্দরী কটাক্ষ বাণ।
বাঁশীও তখন আমোদে কেমন
বাজিবে দ্বিগুণ মজাতে প্রাণ॥
লতায় লতায় পাতায় পাতায়
ভোমরা লুকায় কেমন ধারা।
দল কর তুলে লতাবধূ বলে
যাও তুমি চ'লে করোনা সারা॥
ভোমরা শুনিয়া আমোদে মাতিয়া
সাহস করিয়া ভাঙ্গিবে কলি।
বাঁশীও আমার কত কি আবার
নব নব স্বর গাহিবে তুলি॥
সে সকল আশা সে সব পিয়াসা
সে দারুণ তৃষা পরাণে র'ল।
কলিকা না হ'তে ভাঙ্গিয়া ত্বরিতে
করি শুণ্ডাঘাতে ভূমেতে প'ল॥

সাধের আমার ছিঁড়িল বীণার
যত কিছু তার আছিল তার।
তাইত মা তোরে পূজি ভক্তি ভরে
যদি কভু জোড়ে সে ভাঙ্গা আর॥

কবি ও কাল

দেখেছিনু একবার ক্রৌঞ্চের নিধনে
"মা নিষাদ" রবে হায়! ক্রৌঞ্চবধূ সনে
সকরুণ মর্ম্মভেদী করিতে ক্রন্দন
দস্যু রত্নাকরে, লভিতে জীবন নব
পরশ মণির যোগে অয়সের মত।
শুনিলাম বীণা ধ্বনি, নন্দন কুসুম-
জাত অতুল সৌরভ রাশি, বয়ে গেল
ইন্দ্রিয়ের মাঝে; কোথা লাগে এর কাছে
সহকার পরে সমাসীন, কোকিলের
মিষ্টতর পঞ্চম কূজন! কোথা লাগে
কিশোরীর উন্মাদক প্রেম আলাপন;
যার প্রতি মূর্চ্ছনায়, প্রতি তানে, লয়ে,
প্রতি রাগিণী ঝঙ্কারে, ঝঙ্কারিছে যেন
অবিরাম স্বরগের নূতন সঙ্গীত;

হৃদয় তন্ত্রীর শ্লথ মুগ্ধ তার চয়ে
কে যেন অজানা ভাবে করিছে আঘাত !

হেরিলাম যারে অশোক কাননতলে
দুষ্টা চেড়ী দল মাঝে, বাঘিনী সকাশে
হরিণীর প্রায়, প্রভাতের পাণ্ডু ছায়া
কুয়াসায় ঢাকা, প্রভাত শশাঙ্ক লেখা
অদৃষ্টের বশে, হেলায় পড়িয়া আছে
শত শত পৃথ্বীচ্ছায়া রাহু মূর্ত্তি পাশে !

বসন্ত মলয়ানিলে, চঞ্চলা লতিকা
সম, মৃদু সুকুমার দেহখানি হায় !
সহে পৃষ্ঠে অনায়াসে চেড়ীর আঘাত,
তবু সেই তেজস্বিতা উঠিছে ফুটিয়া ;
করিছে উজ্জ্বলতর চিত্র-পট থানি।
"পতি যবে আসিবেন জিনিয়া সমর
তখনি তাঁহার দাসী যাবে তাঁরি পাশে"।

মহাভারত—দুর্য্যোধন।

আবার দেখিনু অভিমান-তুঙ্গ-শৃঙ্গে
করি আরোহণ, ভীম মন্ত্রে উচ্চারিতে
"দিব না সূচ্যগ্র ভূমি সমর বিহনে"।
গুহাজাত প্রতিধ্বনি শুধু গুহা মাঝে
করে বিচরণ, এ ধ্বনি সমস্ত ধরা,
সকল মানব চিত্তে করিছে বিস্তার।

ভগবদ্গীতা।

সে ভেরী আবার বীর সব্যসাচী করে
কি করুণ বংশী রূপে হ'ল পরিণত,
বীর হিয়া সুকোমল নারী পরশনে
নারীর কোমল বৃত্তি করিল গ্রহণ।
"চাহিনা সাম্রাজ্য কৃষ্ণ! চাহিনা সুকীর্ত্তি
চাহিনা কাঙ্ক্ষিত চির সমর বিজয়"।
শৈল হিয়া ঝরনাদে শিলাময় পথে
দ্বিতীয় জাহ্নবী স্রোত করিল সৃজন!
জাহ্নবী প্লাবিত করে ভারত কেবল,
এই পূত প্রস্রবণ, পৃথিবী বাসীর
দাবদগ্ধ রসহীন মানস কাননে
অবিরাম শান্তি ধারা করে বরিষণ।
সে করুণ রস ধর্ম্ম-কশার আঘাতে
বীর ভাবে পূর্ণ হয়ে করিল প্রয়াণ,
ফল যার কুরুক্ষেত্র ভীষণ সমর,
লেলিহান কাল জিহ্বা করিয়া বিস্তার
বিনাশিল ভারতের রাজন্য নিচয়—
দম্ভ অবতার যারা শান্তির কণ্টক।
সেই অরণ্যানী, ছিল সদা সমাকুল
হিংস্র জন্তু চয়ে, উন্নত পাদপচ্ছায়া-
অন্ধকারময়; অদৃষ্টের বশে
করুণ শ্মশান দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।

ভাগবত।

করিলেন শুকদেব, সারঙ্গের সুরে
ভাগবত গান, শ্মশান ভারত যেন
শান্তিময় তপোবনে হ'ল পরিণত।
ক্ষত্রিয় কুসুম শূন্য বিশুষ্ক কানন
নূতন মঞ্জরী ভারে হ'ল বিকসিত,
বসন্ত-সুষমা, আবার ভারত অঙ্গে
লাগিল খেলিতে, মিহির-কিরণ তপ্ত
দাবদগ্ধ বনে, শীতল বৃষ্টির ধারা
ঝরিলে যে সুখ, স্তরে স্তরে মেঘমালা
গভীর গরজে, স্তব্ধ করি ব্রহ্মাণ্ডের
অন্তহীন সীমা, যবে ছোটে পরস্পর
তরঙ্গ পশ্চাতে যথা তরঙ্গের গতি।
যাহার আলোক পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
অপূর্ব্ব বৈষ্ণব ধর্ম্ম করিলা প্রচার।
চাঁদের কিরণ যদি নিঙড়িয়া বলে
তাহাতে মিশায়ে দিয়া মন্দার সৌরভ
সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দেয়, তা'হলে যে প্রীতি
তেমনি আনন্দ রাশি উঠিল ফুটিয়া।

বৌদ্ধযুগ।

আনন্দে বিহ্বল প্রজা, এ হেন সময়ে
উঠিল চরিত্রহীন হিংস্র কাপালিক,—

স্বার্থ সিদ্ধি অভিসন্ধি শুধু তাহাদের।
যজ্ঞ চ্ছলে পশুহত্যা নগরে বাহিরে,
পর্ব্বত গহ্বরে কিম্বা সাগরের কূলে ;
চারিদিকে শুধু আর্ত্তনাদ, আর্ত্তনাদ
(যেন) করিতেছে আবাহন মহাপুরুষের
জন্মিলেন বুদ্ধদেব "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"
বীজ মন্ত্র যাঁর ; ভারতের ক্ষতস্থানে
কে যেন যতনে সুধা সিঞ্চন করিল।
কালে বৌদ্ধ বেদদ্বেষ উপাসক মিলি,
কঠোর বন্ধুর দৃঢ় শিলাময় পথে—
ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মহীন ভ্রান্তিময় স্রোত
বহাতে লাগিল সুখে ! বৈরাগ্যের পথে
সাধনাবিহীন প্রাণ লাগিল ছুটিতে,
ভীষণ মরুভূরূপে হ'ল পরিণত
ফল পুষ্প ভরা এই ভারত কানন।

শাঙ্করযুগ।

সেই হেতু ভারতের নব প্রাণদাতা
"শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং" জনমিলা আসি ;
অদ্বৈত প্রচার তীব্র ভেরীর নিঃস্বন
ভারতের প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে, জানাইল
বেদ-ধর্ম্ম প্রচার আবার ; নব ভাবে
পুনঃ যেন জাগিল ভারত ; অঙ্গে অঙ্গে

নবদল উঠিল ফুটিয়া ; মন্ত্র "তত্ত্বমসি"
হ'ল উচ্চারিত পুনঃ ব্রাহ্মণের মুখে।
"তুমি" "আমি" এ জগতে কিছু নাহি ভেদ ;
আমার "আমিত্বে" ভরা সকল সংসার,
আমি বিনা আর কিছু নাহি চরাচরে
সকলি ব্রহ্মের রূপ সব ব্রহ্মময়।

কালিদাস।

স্বামিপ্রেমে মাতোয়ারা, চিত্তহারা ধ্যানে,
বল্কলবসনা সেই শকুন্তলা বালা—
মেঘমন্দ্র দুর্ব্বাসার ভৈরব গর্জ্জনে
সকল কানন ভূমি হ'ল প্রকম্পিত,
অসাড় নিস্তব্ধ হল পশুপক্ষিগণ ;
কমল কোরকে পশে ভ্রমরের দল,
হরিণী ছাড়িয়া নিজ নয়ন চকিত
শুনিতে লাগিল ধ্বনি, চিত্রার্পিত প্রায়।
সভয়ে তটিনী হল বিপরীত গামী,
সজারু কণ্টক সম, কণ্টকিতা হল
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা মালিনীর তীরে।
যে রবে প্রকৃতি দেবী, বাচালতা ত্যেজি
করুণ নিথর ভাব করিল ধারণ,
সে ধ্বনি, হায়রে সেই ক্ষুদ্র বালিকার
অণুমাত্র কর্ণ দ্বারে না হল প্রবেশ ;

বিশ্ববিজয়িনী শক্তি হ'ল পরাভূত
বালিকাপ্রণয়-পাশে ; ভৈরব-গর্জ্জন
মহা-ভয়ঙ্কর, মিশে গেল তন্ময়তাসনে ;
সিন্ধুবেগ বালুকায় হল প্রবাহিত।
লেলিহান প্রেমবহ্নি মাঝে কেমনে যে
পুড়ে বাহ্য চরাচর, পুণ্য জ্ঞান পূত
মহাকবি দেখাইলা জগদবাসীরে।
সকল পার্থিব সুখে বঞ্চিত থাকিয়া,
স্রোতের আবর্ত্তে পড়ি তপস্বিনী বালা
শান্তিময় কোন্ স্থানে লভিল আশ্রয়,
কল্পনার অতীত সে মারীচ আশ্রম।

শ্রীহর্ষ।

দেখা দিলা ভাগ্যবশে ভারত বাসীর
সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে নব প্রভাকর।
নব ভাবে কল্পনার নব উপাদানে
নবীন ভূষণে যিনি সাজালেন তাঁর
নৈষধ চরিত কাব্য, অতুল সাহিত্যে।
দর্শনের সূক্ষ্মতর্কে প্রতিষ্ঠিত যেই,
তথাপি কবিত্বে যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল।
শুনিলাম মুরারীর বীণার নিক্কণ,
কল্পনার সুখ স্বপ্নে শুনিলাম যেন
মুরারীর পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি পূত।

ভবভুতি।

হেরিলাম ছায়া সীতা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
রসের বিরাম, ক্রীড়া, লয়, স্থিতি, গতি,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোহ, মুহূর্ত্তে বিলয়।

কাদম্বরী।

হেরিলাম মহাশ্বেত শিব পদতলে
নিষ্কাম করুণ মূর্ত্তি শুভ্র মহাশ্বেতা,
শান্তির বিমল রূপ, স্নিগ্ধ তপোবন,
অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধারা স্বরগ সম্ভব।
সরল ভোগের মূর্ত্তি গৌরী কাদম্বরী,
স্বরগ রত্নের খনি, প্রমোদ উদ্যান।

ক্রমে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য স্রোতে ভেসে গেল
সেই কবিত্ব প্রবাহ ; জন্মিল যা'হতে
ভারবি, সুবন্ধু, মাঘ, কবি ভর্ত্তৃহরি ;
একটি অক্ষরে শুধু প্রতিভার বলে,
সাজালেন শ্লোকাকারে অপূর্ব্ব ক্ষমতা।

ক্রমে ক্রমে শুকাইল কাল বিধি বশে,
পাণ্ডিত্য রবির শুষ্ক প্রখর কিরণে—
কবিতা লতিকা স্নিগ্ধ অমিয় মাধুরী,
অলঙ্কার নিগড়েতে হল পরিণত।

বেদান্তের জ্ঞানহীন অনুর্ব্বর পথে *
তর্কের জটিল গূঢ় পদার্থ বিচারে
প্রবেশিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের দল,
তৃপ্তি কোথা, শান্তি কোথা, বলিছে কাতরে

বৈষ্ণবযুগ।

দিতে শান্তি, বহাইতে ভকতি প্রবাহ,
ছুটাইতে বৈদ্যুতিক ভাবের লহরী—
জনমিলা জয়দেব কেন্দু বিল্ব ধামে ;
যাঁর মৃদু মধু বীণার নিক্কণ, করে
পরাজিত রমণীর নুপুর শিঞ্জন,
মুগ্ধ করে অদ্যাবধি মানব পরাণ।
"চল সখি কুঞ্জং" (যেন) বঙ্গ বিলাসিনী
অভিসারে যায়, এতদিন পরে আজি
এই সবে হেরিলাম বঙ্গের কামিনী।
শুনিলাম বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞান—
গোবিন্দ, বৈষ্ণব কবি—প্রেমময় ভাষা।
"তিরপিত নাহি ভেল" অতৃপ্ত আবেগে
পূর্ণিমার রাতে, স্বামি-মুখপানে চাহি
কিশোরী বঙ্গীয়া বালা, অন্তর নিহিত
প্রাণের আকুল ভাব করিছে জ্ঞাপন,

---

* বেদান্ত ও ন্যায়ের অবস্থা তদানীং এইরূপই হইয়াছিল

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ" ;—মোর নহে—
সমস্ত বাঙ্গালী প্রাণ করিল আকুল।
প্রেম বীজ ছড়াইলা কাব্যাকারে কবি ;—
ফল ফুলে সুশোভিত করিলেন তরু
গৌরাঙ্গ জনমি বঙ্গে নবদ্বীপ ধামে।
বাসন্তী-সুষমাময় কৌমুদীদীপিত
মন্দারসুরভি কম কবিতানিকুঞ্জে
প্রথম গাহিলা গীতি, নব পিককবি
প্রেমের মুগ্ধতা গাঢ় বিরহ উচ্ছ্বাস।
বীণাপাণি বল্লকীর সুর চুরি করি—
বীণা যাঁর এত মহীয়সী। জন্মি দ্বিজকুলে,
লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া উপেক্ষি সমাজ,
প্রেমে মাতোয়ারা কবি গাহিলা উচ্ছ্বাসে
"শুন রজকিনী রামী ও দুটি চরণ
শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি"।

কৃত্তিবাস।

আসিলেন কৃত্তিবাস,—ভাষায় রচিলা
বাল্মিকির রামায়ণী কথা। হিমাচল-
দেবতনু হ'তে আসি নব ভগীরথ,
স্বতঃপূত জাহ্নবীরে করিলা প্রকাশ,

দেবভাষা পেটিকায় সযত্নরক্ষিত
অমূল্য রতন মালা তাইত দেখিল—
তাইত ইতর ভদ্র সমভাবে আজি
সে স্বাদে বিভোর।

কাশীদাস।

ভারত পঞ্চম বেদ,
জ্ঞান পারাবার বাহিয়া আনিলা যিনি
শুষ্ক-ভাষা নদী খাদে; ধন্য শিল্পী সেই,
ধন্য সে মায়ের পুত্র,—কবি কাশীদাস।

ক্ষেমদাস।

দেখা দিলা বেহুলার কবি। পবিত্রতা—
আদর্শ বঙ্গীয়া বালা, স্বরগসম্ভূত
অম্লান মন্দার পুষ্প,—শান্ত তপোভূমি-
মাঝে করিছে বিরাজ। মৃত পতি সনে
ভাসিলা অকূল কাল তটিনীসলিলে।
গলিত পতির শব, শৃগাল কুক্কুরে
লোলুপ দৃষ্টিতে চাহে, শকুনি গৃধিনী
সবেগে আসিছে ধেয়ে,—আর সে কিশোরী
এক হস্তে মুছে অশ্রু, অন্য হস্ত দিয়া
নিবারে রাক্ষসীদের আক্রমণ-বেগ।
পূতিগন্ধে—দূর হতে পলায় তরাসে
নর নারী সমুদায়। বেহুলা বিহ্বলা,

জড়াইয়া পতিদেহ, বাহুডোরে বাঁধি
অটুট রাখিবে শব বাসনা তাহার।
ক্ষুদ্র এক ভেলাপরে, রাত্রে একাকিনী
চলিছে বঙ্গীয়া বালা শব সাথে করি—
উন্মত্তা আপনহারা, কি দৃশ্য করুণ!

কবিকঙ্কণ।

শ্মশানে শ্রীমন্ত শিশু, শিরোদেশে দুলে
শাণিত কুঠার, করাল কালের জিহ্বা
বিজলী চমকে, চমকিল রজনীর
অন্ধকার মাঝে। নির্ভীক বালক
হাসি মুখে মাতৃনাম করে উচ্চারণ।
ভক্তের ভকতি ভরা কাতর আহ্বানে,
কৈলাস বাসিনী মার আসন টলিল,
মাতৃপ্রাণ উঠিল কাঁদিয়া ;—বৃদ্ধাবেশে
দিলা দেখা জগত-জননী। কাব্যপটে
ভক্তির বিমল ছবি উঠিল ফুটিয়া।

রামপ্রসাদ।

জাহ্নবী-পূরব-কূল উদ্ভাসিত করি'
জন্মিলেন শ্রীরাম প্রসাদ। সাধনার
পূত শঙ্খরবে, পূর্ণ করি বঙ্গভূমি,
গীতি মন্ত্র রচিল সাধক। কোথা বহে

ভক্তি সুধা মন্দাকিনী ধারা, কোথা চলে
গৈরিক লোহিনী ক্ষিপ্তা পার্ব্বতীয় নদী।
গীতি যাঁর বেদমন্ত্রপূত, ভাব যাঁর
ভক্ত হৃদি সদৃশ মধুর, তত্ত্বচয়
হীরকখণ্ডের মত মহার্ঘ উজ্জ্বল।
বহু সাধনার ফলে লভে যা সাধক,
আমরা সহজে তারি হই অধিকারী।

ভারতচন্দ্র।

যবন প্রভাবে, পারসীর আবিল প্রবাহ,
বঙ্গভাষানদীসনে মিশিল কুক্ষণে।
দেখিলাম ছত্রে ছত্রে, অন্নদা মঙ্গলে
ভক্তির বিমল ধারা, কবিত্ব ঝঙ্কার।
শুনিলাম বর্দ্ধমানে বকুলের তলে,
সুন্দরের মনের বাসনা, রাজপথে
রুচিদৈন্য স্নানার্থিনী কুল মহিলার।
সুন্দরী ভাষার অঙ্গে রুচির হীনতা,
সুন্দরী যুবতী অঙ্গে ভুষণের ছটা,
হেরিলাম হাব ভাব কটাক্ষ চাতুরী—
তবু যেন গলিত বসনা ; আনে হৃদে
মলিন বাসনা—পারি না সাহস ক'রে,
দিতে ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র দয়িতার করে।

দাশরথিরায়।

পাঁচালীর রচয়িতা কবি দাশরথি
কবির ভূমিকা ধরি, নামিলা আসরে।
সুখশ্রুতি অনুপ্রাস-কনক নূপুর
বাজে তাঁর পাদদেশে ; উপমার মালা—
সুবর্ণের অলঙ্কার শোভে অবয়বে।
রাধাকৃষ্ণ রামলীলা-ধর্ম্মবাণীসুধা
নির্ম্মল কৌষেয় বাস সদৃশ কোমল।
দাশরথি আদরিণী পাঁচালী রঙ্গিনী
স্তূপীকৃত অলঙ্কার ভারে চলে যেন
মন্থরগামিনী কোন রসিকা কামিনী।
বঙ্গীয় সাহিত্য নব রম্য রঙ্গালয়ে
সে দৃশ্য তেমন আর নহেক শোভন।
নবযুগবিদ্যালয়ে শিখেছি বলিতে
"এ রুচি সুরুচি নহে।" ধর্ম্মের বাখান
হেরি গ্রাম্যরসিকতা-আবরণে ঢাকা—
তাই করি হতাদর। গুরুভার বলি
ফেলি পাত্র দৃশদ্-নির্ম্মিত, লইতেছি
কাচখণ্ড বাহ্য দৃষ্টে চাকচিক্যময়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আহার্য্য সুষমাশূন্য নীল নভপটে
স্বভাবমাধুরীসম, স্বতঃ পূত যাঁর

কবিত্ব লহরী মালা। কবিতা তাঁহার
প্রিয়তমা প্রাণের প্রেয়সী ; তাই কবি
সাজাতেন ফুলহারে, মাথাতেন
সুখে সুরভি চন্দন ভার, পরাতেন সদা
দুকূল কৌষেয় বাস ; অলঙ্কার ভারে
না সাজায়ে তারে, নাহি দিয়ে বৃথা
বিলাস সম্ভার, গ'ড়েছিলা পুণ্যময়ী,
দেবীর মূরতি। বড় প্রিয় ছিল তাঁর
প্রকৃতির রম্য উপবন। তরুলতা
ফলফুলে শোভাময় ছিল নিরন্তর ;
উছলিত দিবানিশি বিহঙ্গ কাকলী।
নগরের ভোগময়ী বিলাস শয্যায়
হেরি নাই শায়িত কখন ; বীণার তাঁর
সপ্ত স্বরে পল্লী ধাম মাতায়ে তুলিত,
পল্লী-সুখ-দুঃখ গাথা সযত্নে উঠাত।
ঝিল্লী রব মুখরিত পল্লী মাঝে শুধু,
সমস্ত পরাণ তাঁর থাকিত পড়িয়া।
বাঙ্গলার হে জাতীয় শেষ কবিবর !
স্বভাব জাতীয় উৎস বঙ্গভূমে আর
কভু কি দেখিতে পাব ! পাশ্চাত্য শিক্ষার
মোহে মুগ্ধ আজি মোরা, ভুলে গেছি তাই
জাতীয় কবিত্ব মধু আস্বাদন সুধা।
হারায়েছি অবহেলে স্বকীয় সম্পৎ।
বিদেশীয় ভাব মালা, ওতঃ প্রোত ভাবে

এমনি মিশায়ে আছে, দূরে ফেলাইয়া
পারি না চিনিতে মোরা নিজস্ব কি ভাব।
কিন্তু কবি! বিদেশীয় বর্ণ সমুজ্জ্বল
তোমার কবিত্ব মাঝে করেনি প্রভাব!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বর, অক্ষয়চন্দ্র, ভূদেব, মদন,
বাঙ্গলার গদ্য কাব্য করিলা সৃজন;
মার্জ্জিত সংযত ভাষা নির্দ্দোষ নির্ম্মল।
সুগঠন মূর্ত্তি এক হ'ল সপ্রকাশ;
নিপুণ ভাস্কর, সযত্নে খোদিত করে
সুন্দর মূরতি যথা সুদৃঢ় পাষাণে।
ছিল অলঙ্কার বটে হাব ভাবাবলী,
কটাক্ষ ভাবের স্রোত বহিত নীরবে,
উচ্ছ্বাস প্লাবন তাহে খেলিত মৃদুল।
নবীনের সজীবতা ছিল না'ক তা'য়,
উদ্দীপনা, হিমাবৃত মল্লিকার মত
ফুটিতে ফুটিতে গিয়া ফুটিতে পে'ত না।

বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য নভে নবীন ভাস্কর
উদিল দ্বিগুণ তেজে। সাহিত্য সম্রাট্
প্রতিভার বরপুত্র সুকবি বঙ্কিম
জন্মিল কাঁটাল-পাড়া ভবন উজলি।

হেরিনু চিন্তার ধারা উচ্ছ্বাসের মাঝে,
প্রজ্ঞা সনে প্রতিভার পূর্ণ সম্মিলন।
প্রাচী ও প্রতীচী মাঝে, ছিল এতদিন
অনৈক্যের মহা ব্যবধান। হে সুধী বঙ্কিম!
তুমি তা করিলে দূর। তোমারই চেষ্টায়
সংসাধিত হ'ল এই মধু সমন্বয়।
মাতৃরূপা মহনীয়া বাঙ্গালা ভাষার
চির জড়তার স্থূল আবরণ খানি,
তুমিই খসায়ে দিলে, হ'ল সপ্রকাশ
বর্ণোজ্জ্বলা ভাবময়ী মাধুরিমা ভরা,
মাতার স্বরূপ মূর্ত্তি কোমলতাময়ী।
ক্ষীণকায়ালসা ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী
ধরে যথা কুলপ্লাবী মহানদী রূপ;
সঙ্কীর্ণ বঙ্গীয় ভাষা—তব মায়াবলে
উপনীত হ'ল এক মহাভাষা পদে।
কঠোর এ মরুমাঝে, তুমিই স্থজিলে
চরিত্র অনন্ত উৎস, সে মধু আস্বাদে
মাতৃভাষা রাগময়ী আজি, মাতোয়ারা
বঙ্গবাসী সবে। হে মায়াবী মহাশিল্পী,
দেখাইলে সীতারামে অধর্ম্মের স্তর,
আসক্তি অনর্থ মূল, মৃত্যু পরিণামে।
গীতার সজীব কম নিষ্কাম মূরতি,
স্থজিলা প্রফুল্লবালা, সংযমে মধুর
গার্হস্থ্য কোমল চিত্র; বুঝালে সহজে

সংসারে ত্যাগের মূর্ত্তি কত সুকোমল,
জ্ঞান ভক্তি প্রেম কর্ম্মে পূত সম্মিলন।
হেরিনু রমারে পুনঃ লজ্জাবতী লতা,
আপনাতে সঙ্কুচিতা আপনি যেমন।
যমস্বসা নন্দারাণী, শ্রীদেবী জাহ্নবী
তার মাঝে অন্তর্হিতা হ'ল সরস্বতী।
সংসারে অচিন্ত্য মায়া! সে মায়া-করুণ
জ্ঞানের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ্যের ছবি—
দেখিনু সার্থকনামা শ্রীচন্দ্রশেখর!
সাহিত্যের রঙ্গপীঠে দেখা দিলা আসি
ললিতলবঙ্গলতা মন্থরগমনা।
ঢুলু ঢুলু তুনয়ন হাসি হাসি মুখ
অন্তর অস্ফুট তীব্র বেদনায় ভরা,
প্রণয়ে অবশ তবু সতত উন্নত
জীবন্ত সংযম চিত্র কর্ত্তব্য কঠোর।
হেরিলাম মনোরমা কুহেলিকা প্রায়,
কখনো যুবতী মূর্ত্তি কখনো বালিকা,
কখনো বিদুষী বালা কভু বা সরলা।
মরণ শয়নে শু'য়ে, প্রতাপ যখন
সিংহ গ্রীবা উচ্চ করি উঠিল গর্জ্জিয়া,
কি বুঝিবে কঠোর সন্ন্যাসী, প্রণয়ের
গূঢ় নির্ঝরিণী, বহিছে হৃদয়ে মোর
অন্তঃশিলা সরস্বতী প্রয়াগে যেমন—
সে দৃশ্যে বিস্মিত মুগ্ধ স্তম্ভিত জগৎ।

হেরিলাম সিন্ধুতীরে, ললিতকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা বালা বননিবাসিনী।
কল্পনা তুলিকা দ্বারা, কল্পনা-অতীত
কেমনে অঙ্কিত হয়, কে দেখাতে পারে ?
কোমলে সন্ন্যাসী মূর্ত্তি স্বভাবে সরল,
কে আগে ভাবিয়াছিল সম্ভবে এমন !

মৃণালিনী।

স্থির, স্নিগ্ধ সরসীর স্বচ্ছ নীল জলে
খেলে যবে বৈশাখের পূর্ণ চন্দ্র ছায়া,—
কোথা হতে মেঘ আসে ছাইয়া গগন
ঢেকে ফেলে অন্ধকারে ছবিটী মোহন ;
আবার তখনি হেরি শুভ্র চন্দ্রালোকে
হাসিছে প্রকৃতি মরি মধুর পুলকে ;
তেমনি জীবনে তব, অয়ি মৃণালিনি,
আর্য্য নারী মাঝে অয়ি আদর্শ রমণি !
সহিয়াছ কত তুমি ঘাত প্রতিঘাত।
ত্যজি বাল্য ক্রীড়া তুমি, পরের আশ্রয়ে
সহিয়াছ কত ক্লেশ কত অপবাদ—
সহিয়াছ সবি তুমি প্রেমেরি কারণ।
তুমি লো রমণীকুলে আদর্শ প্রেমিকা !
মরি ! সুললিত সৌন্দর্য্য সুধার খনি
হে রমণী-মণি ! তোমার হৃদয় খানি

সতীত্বের নন্দন কানন ! মরি কিবা
অশোক স্তবক প্রায় ছিলে পরবাসে,
বরষার প্রস্ফুটিত শতদল মত,
ভাসায়ে বদন খানি সদা আঁখি জলে ;
দীর্ঘ বিরহের পর সেই বাপীতীরে,
চন্দ্রালোকবিভাসিত নিশীথ সময়ে,
আদরে বসায়ে তোমা, সুধাইলা যবে
প্রণয়ী তোমার, তোমার কুশল বার্ত্তা,
ভেসেছিল বক্ষ মরি কি সুখ-সলিলে।
পুনঃ যবে চলি গেলা নিক্ষেপিয়া দূরে,
হৃদয় হইতে ছিঁড়ি হৃদয়ের মালা,—
যে গুরু আঘাত মরি বেজেছিল বুকে,
তাও তুমি সহিয়াছ পাষাণ হইয়ে।
আবার হাসিল চাঁদ গগনের গায়,—
আবার সে বাপীতীরে স্বপনের ঘোরে,
আসি যবে সে প্রণয়ী ধরি কর দুটী—
যেচেছিল ক্ষমা ভিক্ষা তোমার নিকটে—
করেছিলে ক্ষমা তারে নিরভিমানিনী,
বিহ্বলা প্রেমিকা অয়ি মাধুর্য্যের রাশি !

আয়েষা।

নীরব নিশীথে দূর গগনের গায়,
হাসে ভাসে কত শত তারা ; নীলবাসে

সাজায়ে দিয়াছে যেন চারু শিল্পী এক
হীরক স্মুবর্ণ রাজি ; মুখরিত কিবা
মৃদু পবন হিল্লোলে অন্ধকারাবৃত
যত বৃক্ষপত্র গুলি ; উন্নত মস্তকে
দাঁড়াইয়া দুর্গ এক গম্ভীর বিশাল ;
নৈশ নীরবতা ভেদি শুধু মাঝে মাঝে
উঠিতেছে পেচকের গম্ভীর নিনাদ ;
নিম্নে অন্ধকারে, সেই প্রাকার বেষ্টিয়া
কূলে কূলে পরিপূর্ণ পরিখা সুন্দর,
নীরবে ধরিয়া হৃদে গগনের ছবি
বহিছে আপন মনে। ঊর্দ্ধে বাতায়নে,
শীতল পবন যেথা খেলিছে সোহাগে,
বসিয়া আয়েষা ওই দিব্য কান্তিময়ী,
চম্পক অঙ্গুলি হ'তে অঙ্গুরী সুন্দর,
উন্মোচিয়া একবার তখনি আবার
পরিলা যতনে ; না জানি কি ভাবি পুনঃ
নিক্ষেপিলা সে অঙ্গুরী পরিখাব জলে।
প্রকৃতির স্তব্ধ এই অন্ধকার মাঝে
ব্যর্থ প্রেম নৈরাশ্যের কি মহান্ ছবি !
প্রভাত পদ্মিনী প্রভা-কোমল, প্রোজ্জ্বল,
মধুর হাসিনী অয়ি লাবণ্যের রাশি,
মনে পড়ে আজি হায় ! কতদিন গত,
দেখেছিনু তোমা সেই রম্য হর্ম্ম্য মাঝে
অবিশ্রান্ত, শুশ্রুষাকারিণী, ধীরা, স্থিরা

প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিসম দীপ্ত প্রভাময়ী,
সে ছবি জাগায় প্রাণে কি উচ্চ মহিমা!
দেখেছিনু পুনঃ তোমা কারাগার মাঝে,
ক্রোড়ে ধরি মূর্চ্ছিতা সে বাসন্তী সুষমা—
ঢেলেছিলে স্নেহময়ি, কি স্নেহ সলিল
আর্দ্র করিবারে সেই সন্তাপিত প্রাণ।
হে আয়েষা মূর্ত্তিমতীকারুণ্যরূপিণি!
যে খর প্রণয়স্রোত তোমার অন্তরে
নীরবে বহিতেছিল—নীরবে যেমন
কৃষ্ণা-অষ্টমীর চাঁদ মধ্য রজনীতে,
গাঢ় সুষুপ্তির মাঝে উদিয়া আকাশে,
ছড়ায়ে কিরণমালা আপনি মিলায়,—
সে প্রবাহ, শুধু চকিত বিদ্যুৎসম
প্রকাশ হইয়াছিল মুহূর্ত্তের তরে।
যেই প্রেম-বহ্নি তুমি বস্ত্র আবরণে
লুকাইতে চেয়েছিলে অতি সযতনে,
ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠি নিমেষ মাঝারে
দেখাইল নিজ প্রভা। মানবনন্দিনি!
চাহ তুমি রোধিবারে নিজ বলে হায়
বিশ্ববিজয়িনী সেই শক্তি প্রণয়ের!
ধন্য তুমি—নারীকুলে অয়ি শক্তিময়ি!
সে ব্যর্থ প্রণয়ে আপন হৃদয় খানি
বিশুদ্ধ করিয়ে—সুপবিত্রা দেবী সম
দিয়েছিলে দেখা তুমি প্রসন্ন বদনে।

ছায়াময়ী উষাকালে ক্ষুদ্র শুক্র তারা
শোভে যথা ক্ষুদ্র বীচিময়ী স্বচ্ছ স্নিগ্ধ
সরসীর বুকে ; কল্পনা আকাশে থাকি
তোমার সে দেবী মূর্ত্তি সুস্মিতা ভূষিতা,
প্রেমেতে প্রশান্ত মৌন অন্তরের কথা,
অঙ্কিত রহিবে মরি—কত যুগধরি,
ওই সরসীর মত—মানব হৃদয়ে।
যবনকামিনী মাঝে স্বপনে গঠিতা
তুমি শুধু আছ এক নারী অনিন্দিতা।
নীহারকণিকা-ব্যাপ্ত অশ্রুম্লানমুখী—
ক্ষুদ্রকায়া শেফালিকা, হেরেছি পড়িতে
প্রভাতে ভূমির পরে ; পাদপ আশ্রয়-
চ্যুতা বিশুষ্কা লতিকা, আহা লুটায়েছে
ধূলি পরে, তবু কাঁদেনিকো শুষ্ক এই
পরাণ আমার, কিন্তু এই আয়েষার পাশে—
করুণ বিরহ মূর্ত্তি তিলোত্তমা যবে
আশাশূন্যা হ'য়ে, হেরেছিল দশদিক্
শ্মশান আকার, তার সেই নয়নের
অশ্রুধারা সনে আমাদেরও অশ্রুধারা
যাইল মিশিয়া। কুন্দের করুণ কথা
অতৃপ্ত বাসনা সেই মরণের কালে,—
"মরণেও নাহি তৃপ্তি, পাইয়া তোমারে
এখনও মিটে না সাধ," মনে হলে ভাবি
নগেন্দ্রের সারাটি জীবনে, সে কালিমা রেখা

মোদের হৃদয় পরে করিছে প্রভাব।

মধুসূদন।

মিত্রাক্ষরে বঙ্গভাষা সঙ্কীর্ণ হেরিয়া,
অমিত্র অক্ষর ছন্দ করিতে প্রচার
জন্মিলেন শ্রীমধুসূদন, যাঁর গুণে
ওজস্বিনী বঙ্গভাষা রণ-উপযোগী।
মধুর মধুর গুণে, মধুর বাঁশরী
সমর-দুন্দুভিরূপে পাইল জনম।
হেরিলাম রমণীর করে করবাল,
তেজোবান্ রাজপুত বীর মহিলার,
বাঙ্গালী মহিলাসনে পূর্ণ সম্মিলন!
কোমলে কঠিনে কিবা সরস মিলন।
যাঁর ভয়ে রাবণবিজেতা দাশরথি,
সসম্ভ্রমে ভীত হয়ে দিলা অবকাশ।
মৃগদলে সিংহী যথা নির্ভয়ে বিচরে,
প্রমীলা তেমনি করি করে পদক্ষেপ;
দয়িত বিরহে পুনঃ তাপিতা ললনা—
বসন্তের ফুলরাশি, শিশির কণিকা
ব্যাপ্ত-ম্লানমুখ হয়ে, বৃন্তচ্যুত পড়ে
যবে ভূমির উপর, সেই ঝরা ফুলে
গাঁথি মালা মনোমত প্রমীলা সুন্দরী,
পতিপ্রতীক্ষায় সজল নয়নে আসি
দাঁড়াইলা আমাদের নয়ন সম্মুখে।

উষ্ণ প্রস্রবণ হ'তে (যেন) লাগিল ঝরিতে
শীতল সলিলধারা চিত্তদ্রবকরী।
যে মুখে শুনিনু মেঘের ভীষণ নাদ—
পটহের ঘোর ধ্বনি সমর-প্রাঙ্গণে,
"রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।"
সে মুখে আবার, যেন প্রখর তপন
শারদ শশাঙ্করূপে হল সুপ্রকাশ,
"যে রবির ছবি পানে চাহি, বাঁচি আমি
অহর্নিশি, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি।"
বাজিতে লাগিল কর্ণে কবির এ বাণী
"যে বিদ্যুৎ রমে আঁখি, মরে নর তাহার
পরশে", যে হুতাশন জীবের জীবন
সেই পুনঃ দগ্ধ করে নরে, শুনি বাণী
তুমুল ঝটিকা হৃদে লাগিল খেলিতে,
ধমনী বহিয়া রক্ত লাগিল বহিতে।

হেমচন্দ্র।

হেনকালে ইন্দুবালা, স্বপনের মত
তরঙ্গিণী-পারশ্রুত বীণাধ্বনি সম,
অজ্ঞানা প্রদেশ হ'তে চলিয়া আসিয়া,
আমাদের হৃদয়ের সিংহাসন পীঠে
দেবীমূর্ত্তিরূপে সুখে হ'ল অধিষ্ঠিতা।

সংসার মরুভূ 'পরে আতপ্তা লতিকা
স্বরগসম্ভবসুধা ঢেলে দিলা প্রাণে।
সংসারের উপাদানে, এ স্রষ্টার হাতে
যেন সৃষ্টা নহে, কল্পনা তুলিকা ধরি
কল্পনার চিত্রপটে কল্পনা রূপিণী,
ইন্দুবালা সৃজিলেন নূতন বিধাতা।
শারদ পূর্ণিমা শশী কলঙ্ক ত্যজিয়া,
মলিন ধরার মাঝে দেখা দিত যদি,
তবেত উপমা হ'ত ইন্দুবালা সনে।
শ্যামলে নলিনী মত, দল আবরণে
ক্ষুদ্র কুন্দটীর মত নিমিষে আসিয়া
হৃদিমাঝে, আলোময় করিয়া অন্তর
আবার কোথায় হায় লীন হ'য়ে যায়।
"রুদ্রপীড়" এই শব্দ শ্রবণে পশিল,
ত্যজিল পরাণ সতী শচীপদতলে,—
সুকোমল মল্লী যেন তপ্ত বারি যোগে
ঝলসিয়া গেলা পড়ি রুক্ষ ভূমি 'পরে।

শচী ও ঐন্দ্রিলা।

পাশাপাশি দুটি চিত্র দেবী ও দানবী—
সংযম, বিলাস ছবি স্বরগ পাতাল।
পৌলোমী পবিত্রোদকা দেবী ভাগীরথী,
উচ্ছ্বাসে সাগর লক্ষ্যে থর স্রোতোময়ী।

ঐশ্বর্য্যে গৌরবময়ী, শোকে সহিষ্ণুতা,
বিপদে ধৈরযশীলা, মূর্ত্তিমতী স্নেহ।
বিনয়ে আবৃত তেজ, স্নিগ্ধ জ্যোতিরূপা,
পতিপুত্র বীর গর্ব্বে সৌভাগ্যরূপিণী।
মহত্ত্ব বিষাদ মাখা বদন মণ্ডল,
নয়ন কারুণ্যে ভরা ; অধর উছলি
হাসি ধারা গলে পড়ে শরীর প্লাবিয়া।
মাধুর্য্য কৌমুদী সুধা অঙ্গলতিকায়
নিয়ত খেলিতে থাকে ; চরণ যুগল
রাখে ধ'রে গৌরবের স্বপন সঙ্গীত।
নৈমিষ অরণ্য মাঝে দরদর ধারে
হেরিনু কাঁদিতে যাঁরে, মুহূর্ত্তে আবার
নিরখি প্রশান্তরূপ। "সখিরে, বাসব-
সম, আছে ত জয়ন্ত মম, ইন্দ্রাণী ত
বীরপ্রসবিনী।" হে ইন্দ্রাণি! লৌহ সম
দাম্ভিকার তেজোগর্ব্ব যত, অনায়াসে
চুম্বকের মত তুমি লইলে হরিয়া।
ঐন্দ্রিলা—কলুষস্রোতা নগনির্ঝরিণী
সবেগে সগর্ব্বে চলে আপন গরবে।
বাসনা কল্লোল তার শত বাহু তু'লে
পড়িছে পাষাণ গাত্রে ; বিঘ্ন রাশিযত
স্রোতামুখে তৃণ সম ভে'সে চ'লে যায়।
তামস দম্ভের ছবি, মূর্ত্তিমতী রতি,
প্রভূত্ব বিলাস তার জীবন সাধনা।

কামের পঙ্কিল স্রোত দানবীয় ভাবে
খেলে সদা দানবীর বরাঙ্গ প্লাবিয়া।
একনেত্রে যুবতীর বিলাস কটাক্ষ
হাব ভাব সোহাগ চাতুরী, অন্যনেত্রে
প্রলয় বহ্নির তেজ তীব্রজ্বালাময়।
বিলাস সম্ভারে ঢাকা সয়তানী ছবি—
ঐন্দ্রিলার পরিণাম দৃশ্য কি ভীষণ।
খসি গিয়া আবরণ মরীচিকাময়
কুৎসিত পৈশাচী মূর্ত্তি পাইল প্রকাশ।
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি যেন নটী
খুলি অভিনেত্রী বেশ বাহিরিল ত্বরা।
যে করে এমনতর বীণা বেজেছিল,
সেই করে পুনঃ অপূর্ব্ব ভীষণ মন্ত্রে
দামামার ঘোর ধ্বনি উঠিল বাজিয়া,
ভেদ করি সপ্ত স্বর্গ মরত পাতাল
বাজিল, "আর কি ভারত সজীব আছে।

নবীনচন্দ্র।

প্রকৃতিশ্যামল কুঞ্জ প্রিয় কবিবর
চট্টল ভূমির প্রিয় হে কবি নবীন!
মানবী কেমনে উঠে, দেবীত্বের পূত
উন্নত শিখরে, পার্থিব ভাবনা স্নেহ
কেমনে পরম তত্ত্বে হ'য়ে যায় লীন,

দেখালে সুভদ্রা চিত্র আঁকিয়া যতনে।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে দয়া
বৈরী মিত্রে তুল্য মনোভাব, রণস্থলে
আহত সেনানীদের সদয় শুশ্রুষা।
ভাবি যবে হে সুভদ্রে ! উপজয় হৃদে
অপূর্ব্ব গৌরব ভাব, উথলে অন্তরে
কারুণ্য সলিল ধারা। আদর্শ মানবি !
তোমার মহত্ত্ব গাথা ঘোষে চরাচর।
অভিমন্যু মত পুত্র—সে পুত্র বিয়োগে
তবু তুমি প্রশান্ত মূরতি। অন্তরেতে
প্রজ্জ্বলিত লেলিহান বাড়ব অনল,
উপরে সলিল স্বচ্ছ করুণার ধারা।
সার্থক কৃষ্ণের ভগ্নী অর্জ্জুনমহিষী।
অন্যচিত্র হ'ল উদ্‌ঘাটন, হেরিলাম
মোদের হৃদয়বিম্ব ত্যজি হৃদি দেশ
মূর্ত্তি ধ'রে দিলা দেখা নয়ন সম্মুখে।
সেই অকারণ উচ্চ হাসির লহরী,
সেই গৃহ হ'তে গৃহান্তরে, সচকিতে
উত্তরার দ্রুত পলায়ন, মাঝে মাঝে
বিজলীর মত, অভিমন্যু-হৃদয়-গগন
মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল করি, পুনঃ নিভে যায়।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব আপন আপন,
বিধিমত অধিকার করিতে গ্রহণ।
এসেছে যৌবন, কৈশোর প্রাণান্তে তারে

দিবে না করিতে বাস উত্তরা সকাশে।
চিরহাসি চির প্রীতি শান্তিময়ী বালা,
অকালে বিধির বশে, ধরিলা করুণ
অপূর্ব্ব যোগিনী মূর্ত্তি শোক-উদ্দীপক।
করুণ শোকের চিত্র দেখিতে দেখিতে
হেরিলাম কুটরণ আর্য্য অনার্য্যের।
হেরিলাম কল্পনার স্খলিত চরণ।
ভারত অমূল্য মালা, তাহাতে কি মিশে
সামান্য পার্থিব রত্ন ধূলিমুষ্টিপ্রায়।
হেরিলাম পলাশী প্রাঙ্গণ, পরীক্ষিত
হ'ল যেথা যবনের অদৃষ্টের লেখা,
যেথা হ'ল অস্তমিত উজ্জ্বল তারকা
যবনের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট আকাশে।
মথিত হইল হিয়া হেন নিপীড়নে,
সিরাজ শোণিত-স্রোতে শিহরিল কায় ;
চাহিলাম শান্তিবারি জ্বালাকুল হ'য়ে।

রবীন্দ্রনাথ।

আসিলা নবীন কবি পূর্ণ শশধর।
ইন্দ্রজাল বর্ত্তি করে, কর্ণমূলে দোলে
ময়ূর পিচ্ছিকা মন্দ, বদনে বিরাজে
সুস্বর মুরলীবাদ্য, হেরিলাম যেন
নিত্য জ্যোৎস্না অমিয় মাধুরী, বসন্তের

লতার দোলনি, ঊষার আলোকমালা ;
শুনিলাম স্বপ্নলব্ধ কিন্নরীর গান।
অপূর্ব্ব মন্দার গন্ধে হ'ল আমোদিত
কবিত্বের কুসুম কানন, চন্দ্রসুধা
বিন্দু বিন্দু ঝরি, করিল নির্ঝর সৃষ্টি
তাপিত বঙ্গীয় প্রাণ করিতে শীতল।

হে রবীন্দ্র !

নীরন্ধ্র বাতাস স্বচ্ছ ভাষা অবয়বে
সযত্নে ঢালিয়া দেছ মাদকতা সুরা।
ভাব স্বর্ণে মুড়ে দিয়ে কল্পনার পাখা,
হস্তে ধরি ভাষাসূত্র, ছেড়ে দিলা তুমি
অনন্ত আকাশে স্বর্গে শূন্যে ধরাপরে,
পার্থিব মানব মোরা না পাই সন্ধান,
তবু মুগ্ধ, অনুরক্ত মিটেনা পিয়াস।

(শুনিলাম "আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন", সোণার প্রাসাদ-মাঝে
সোণার পালঙ্কে শুয়ে, সুবর্ণ নগরে,
স্বপ্নময়ী কল্পনারে করিয়া সঙ্গিনী
মোরাও চাহিছি কত রচিব শয়ন।

দেখিতেছি ভবিষ্যৎ দূর দূরান্তরে
জীবন্ত চেতনাময়ী স্বপনের ছবি।
বঙ্গভাষা জননীর চরণ কমলে

কতই সন্তান বসি, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
করিতেছে যোগ্যপূজা মায়েরে মোদের—
হিংসাদ্বেষ পরস্পর ভুলিয়া সকলে।
বঙ্গভাষা, জন্মভূমি, জগত জননী
তিনে মিলি হয়ে গেছে একে পরিণতি।
এইবার তবে আমি ঘুমাই নীরবে।

———

প্রকৃতি শিক্ষা

(১)

সুষমা-মণ্ডিত আকাশ নীলিমা—
সহসা আবরে জলদ-কালিমা,
এ বিশ্বে তেমতি ধনের গরিমা
দিন কত পরে পাইবে নাশ।

(২)

তেজস্বী তপন দশ শত কর,
শীতলকিরণ পূর্ণ শশধর
সময়ে চলিছে অস্তাচল' পর,
পুনশ্চ নিয়তি রাহুর গ্রাস॥

(৩)

এইরূপে বিশ্বে পতন উন্নতি
এই মত জেনো সুখ দুঃখরীতি
রথচক্র সম ঘুরে নিতি নিতি
বিধাতৃ-চালিত নিয়ম এই।

(৪)

হেমন্ত-শিশির বসন্ত যাইল
নিদাঘ বরিষা শরৎ আইল
কতই প্রকারে প্রকৃতি সাজিল
কোন খানে পক্ষপাতিতা নাই॥

৫

প্রকৃতি কাননে থরে থরে ফুল
চুমিয়া পবনে দোলায় মুকুল
সুরভি-লোলুপ মধুপ আকুল
দুদিনে লুটায় ভূমির পরে।

৬

রূপশোভা যাহা এত মনোহর
সবি' মিটে যায় ক'দিনের পর
তার মোহে মজি' মানব অন্তর
"আমার আমার" করিয়া মরে॥

৭

কুলু কুলু রবে স্রোতস্বিনী ধায়
পরহিত তরে বায়ু বহে যায়
অগণন তারা নভে শোভা পায়
শিখায় মানবে সাধনা চয়।

৮

ক্ষুদ্র বাষ্পকণা মেঘ জনময়
ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু নদীরূপে বয়
ক্ষুদ্র অণু মিলি বিশ্ব প্রকাশয়
আদি অন্তে শুধু ক্ষুদ্রতাই রয়।

৯

ক্ষুদ্র বলি কেহ অবজ্ঞা ক'রো না
ক্ষুদ্র বল কত কেহ ত জান না
একতা বিহীন ক্ষুদ্র সেই জনা
সমষ্টি কখন ক্ষুদ্র ত নয়।

১০

উদ্যানে শ্মশানে চাঁদের কিরণ
ঝিকিমিকি খেলে হরষে কেমন
শিখায় মানবে, মহৎ যে জন
তার কাছে কেহ নীচু না রয়।

১১

শ্মশানেতে শব গড়াগড়ি যায়
দম্ভ অহঙ্কার থাকে না হেথায়
নৃপতি বিদ্বান, কৌপীন সহায়
সবাই সমান মাটীর ভবে।

১২

এই ধরা হের গাঢ় তমোময়
ক্ষণ পরে পুন আলোকিত হয়
আলো ছায়া সম সবি' হেথা রয়
মরীচি ছলনা মোহিত সবে।

১৩

যাহা কিছু হের পার্থিব বিষয়
উদ্দেশ্য সবার একবিধ হয়
একই কারণে একেই বলয়
একেরি মহিমা ঘোষণা করে।

১৪

অতি ক্ষুদ্র বীজে জনমে অঙ্কুর
ক্রমে পরিণাম পাদপের মূল
ক্রমশঃ প্রকাশ পাতা ফল ফুল
পুন তাহা বীজরূপই ধরে।

১৫

যে মৃত্তিকা হ'তে ঘট জনময়
মৃত্তিকা বিনা সে কিছু ত নয়
সলিলে জনমে যে বুদ্বুদ চয়
তাহাই আবার সলিল হয়।

১৬

যাঁহার নিয়মে একটি অণিমা
নাহিক যাঁহার সূক্ষ্মতার সীমা
প্রকাশি অতুল্য নিয়ন্তৃ—মহিমা
স্বস্থান বিচ্যুত কখন নয়।

১৭

প্রকৃতি বুঝিলে প্রকৃতি—কারণ
পরমেশ জ্ঞান হইবে তখন
প্রকৃতি হইতে তাঁহাকে যখন
পৃথক বলিয়া হইবে জ্ঞান।

১৮

প্রকৃতির জ্ঞান না হ'লে কখন
না হবে ধারণা চৈতন্য কেমন
না বুঝিলে ধরা স্বরগ কেমন
কেমনে বুঝিবে জীব অজ্ঞান।

———

বঙ্কিমোৎসব।

১

উঠ উঠ ত্বরা উঠ গ্রামবাসী
বরিষা মেঘের গাঢ় তমোরাশি
গিয়াছে টুটিয়া, উঠ দৈন্য নাশি,
আনন্দে গরবে ভরিয়া মতি।
উঠি চাহি দেখ কি শোভা উদয়—
পুষ্পে পুষ্পে মিলি নক্ষত্র নিচয়
ফুটিয়া চৌদিকে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
ছড়ায় কি চারু কিরণ জ্যোতি!

২

তৃষিত নয়ন করহ সফল
বিশুষ্ক আনন করহ উজ্জ্বল
মথিয়া ও জ্যোতি করহ নির্ম্মল
পতিত মর্দ্দিত মলিন প্রাণ।
দেখ কার তরে আকুল হইয়া
তারকার মালা রয়েছে চাহিয়া
স্বর্গীয় ধ্বনিতে ভুবন প্লাবিয়া
গাহিছে উচ্ছ্বাসে কাহার মান!

৩

চাঁদ অস্ত শুধু নহে এই খানে
চাঁদ অস্ত গেছে বঙ্গের গগনে—
বঙ্কিম চন্দ্রের তিরোধান সনে
নিখিল বঙ্গেতে আছিল ছায়া।
আছিল সে ম্লান গিরি, প্রস্রবণ,
ম্লান নদীজল, বন, উপবন
ম্লান পাখী গান, মুক্ত সমীরণ
নরের শকতি, নারীর হিয়া।

৪

কিন্তু সে চাঁদের যে আলোক মালা
আছিল সঞ্চিত দেখ তার খেলা—
ফুটিয়া মুদিয়া মুদিয়া ফুটিয়া
অনন্ত প্রভায় উঠেছে জ্বলি।
উঠিয়াছে জ্বলি তারায় তারায়,
উঠিয়াছে জ্বলি পাতায় পাতায়,
উঠিয়াছে জ্বলি আর্য্যের হিয়ায়
নীচতা জড়তা ঘুচায়ে ফেলি।

৫

আজ দলে দলে আর্য্যের সন্তান
ভকতি সম্ভ্রমে পূরিয়া পরাণ
এসেছে পূজিতে আচার্য্য প্রধান
পুণ্যক্ষণে—পুণ্য জনম ভূমে।

এস গ্রামবাসী অবসাদ ঠেলি
হেন জয়োৎসব একসঙ্গে মিলি
কর যোগদান জীবন সফলি'
আচ্ছন্ন থেক' না বিষাদ ধূমে।

৬

উঠ উঠ সবে এ অমূল্য দিনে
রাখ আজ হ'তে এ বিশ্বাস মনে
মহাধনে ধনী তোমরা জীবনে,
নহ যে তোমরা দরিদ্র ছার!
পড়ি আছ সবে কোথা কোন্ খানে
আদান প্রদান নাহি কার(ও) সনে
ত্যজিয়া সঙ্কোচ দেখাও যতনে
আছে কি না আছে হৃদয়ে সার।

৭

আজি ত এ গ্রাম নহেক শ্মশান
দারিদ্র্য ব্যাধির মৃত্যুর নিধান,
আজি স্বর্গ রাজ্য বিজয় নিশান
উড়িছে ছড়ায়ে শোভার ভার।
দরিদ্র এ গ্রাম? যেই গ্রাম হ'তে
অনন্ত কল্পনা সাগরের স্রোতে
ডুবিয়া, তুলিয়া ভুবন মোহন
জ্যোতি বিমণ্ডিত অজস্র রতন,

সাজাল বঙ্কিম বঙ্গের ভাষারে
মহীয়সী করি জগৎ সংসারে
দরিদ্র সে গ্রাম—ধারণা কার ?

৮

নির্জ্জীব এ গ্রাম ? যে গ্রামে এমন
জীবানন্দ সম কর্ম্মবীর জন
বীরেন্দ্রাণী নারী শান্তির সমান
অগ্নি উপাদানে হ'য়েছে নির্ম্মাণ
নির্জ্জীব সে গ্রাম—কে বলে সুখে ?

৯

মলিন এ গ্রাম ? যেই গ্রাম হ'তে
সৌন্দর্য্যের নদী ছুটি খর স্রোতে
ভারতের বনে, পথে, ঘাটে, তটে
ভারতের দুর্গে, দেবালয়, মঠে
ভারতের শিল্পে সাহিত্য দর্শনে
ভারতের ধর্ম্মে কর্ম্মে আরাধনে
করিল প্লাবিত মোহি' সর্ব্বজনে
মলিন সে গ্রাম কে বলে দুঃখে ?

১০

দুর্ব্বল এ গ্রাম ? যেই গ্রামে বসি
মেঘ মন্দ্রে স্তব্ধ করি চারিদিক
ভকতি প্রবাহে উছলি' পরাণ
গাইল বঙ্কিম মহাশক্তি গান,

আহ্বানি সম্মুখে　　বিদ্যুৎবরণী
দশভুজে দশ—　　আয়ুধ ধারিণী
শঙ্কা বিনাশিনী　　শত্রু বিমর্দ্দিনী
শক্তি স্বরূপিণী　　বঙ্গের জননী
　　দুর্ব্বল গ্রাম কে বলে সুখে ?
মৃত এই গ্রাম ?　　যেই গ্রাম হ'তে
নিষ্কাম বঙ্কিম　　ধরি ঋষি ব্রত,
মৃতসঞ্জীবনী　　সর্ব্ব সারাৎসার
শ্রীকৃষ্ণের কথা　　করিলা প্রচার
　　মৃত সেই গ্রাম কে বলে দুঃখে ?

১১

এই বঙ্গ হ'তে　　তড়িৎ লভিয়া
সমুদায় বঙ্গ　　উঠেছে নাচিয়া—
উঠ গ্রাম বাসী　　এ গর্ব্ব ধরিয়া
　　থেক' না থেক' না পড়িয়া কোণে।
বঙ্গ জননীর　　কৃতিপুত্রগণ
আচার্য্যের নাম　　করিতে কীর্ত্তন
করিতে কীর্ত্তন　　জননীর নাম
এসেছে সুক্ষণে　　সুপবিত্র ধাম—
এস সেই সঙ্গে　　আমরাও মিলি
গাহি জয় গীতি　　মেঘমন্দ্র তুলি
　　বিপুল উদ্যমে মাতাই প্রাণে।

———

আমি কে?

১

সমালোচকের মুখে ক'রেছি শ্রবণ,
আমাদের মধ্যে আছে কবি অগণন ;
কেহ "শেলী" কেহ "পোপ" কেহবা "মিল্টন",
বল দেখি তা'র মাঝে আমি কোন জন ?
"কাউপার" "বায়রন" নহি, আমি "স্কট্"
প্রতিভায় ভস্ম ঢাকা, কোথা পাব প্লট্?
নীরস, অলস, জড়—আমার কল্পনা,
রচনায় অনুরাগ—শুধু বিড়ম্বনা !
নহি আমি ভবভূতি শ্রীহর্ষ ভারবি,
ভাব ভাষা ছন্দ মোর এলোমেলো সবি',
আমি দীন বাঙ্গালীর কবি !

২

প্রথম প্রভাতে শান্ত সরস্বতী তীর,
ঋষিকণ্ঠে "সাম গান" উদাস গম্ভীর,
ব্রততী বেষ্টিত তরু শোভে ফলে ফুলে,
মৃগসনে মৃগীভ্রমে তটিনীর কুলে ;
উপল ব্যথিত গতি নির্ম্মল নির্ঝর,
স্বপন সঙ্গীত সম পত্রের মর্ম্মর,

জ্ঞান, সত্য, স্বাধীনতা—মৃত সঞ্জীবনী,
তপঃ পূত তপোবনে—নির্ব্বাণ কাহিনী,
ধীর সমীরণে ছোটে—কমল সুরভি,
সযতনে আঁকি সেই প্রকৃতির ছবি,
আমি দীন বাঙ্গালীর কবি!

৩

নিত্য চরণেতে দলি' পরের মঙ্গল,
আপন সুখের লাগি মানুষ পাগল;
নিজেই সে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধি সৃষ্টি ঠেলে,
আপনার সেবা করে, দেবসেবা ফেলে,
রজত কাঞ্চন পেলে পূর্ণ হয় সাধ,
রমণীর মেদ মাংসে মধুর আস্বাদ,
বক্ষোমাঝে ঢালে নারী যৌবন মাধুরী
চটুল অধরে তা'র সোহাগ চাতুরী,
প্রেম আশা, ভালবাসা, যমুনা জাহ্নবী,
সযতনে আঁকি সেই "কামনার" ছবি,
আমি দীন বাঙ্গালীর কবি!

৪

কলহাস্যে মুখরিত ধনীর ভবন,
কতকষ্টে দরিদ্রের অন্ন আহরণ,
বিধবা পতিরে ভুলে, তপ্ত আকাঙ্ক্ষায়,
পুরুষের বুক ফাটে—রূপের তৃষ্ণায়,

কঙ্কালের করতালি—সমাজ শ্মশানে,
আতিথ্যে ভ্রূকুটি কত, যশোলিপ্সা দানে,
রোগে শোকে যন্ত্রণায়—না মিলে সান্ত্বনা,
মিথ্যা ছল, হিংসা দ্বেষ, আত্ম প্রতারণা
মানব মানবী বেশে দানব দানবী,
সযতনে আঁকি সেই "সংসারের" ছবি,
আমি দীন বাঙ্গালীর কবি!

৫

সুখে বাহিরয় হাসি, দুঃখে আঁখিজল,
ধর্ম্মপথে জয় হয়, পাপে—প্রতিফল,
মরণের পথ দিয়া—জীবনে প্রবেশ,
উৎসবের পরিণাম—ধ্বংস ভস্ম শেষ,
হাসিতে বসন্ত খেলে, বর্ষা অভিমানে।
রোষ নিদাঘের চিত্র, বজ্র বহ্নি হানে!
মিলনে বিরহ জ্বালা, আশায় নিরাশা,
যৌবনে জরার ভয়, স্নেহে—মূক ভাষা,
শশি হাসে সুধা হাসি, অস্তে গেলে রবি,
সযতনে আঁকি সেই "নিয়তির" ছবি,
আমি দীন বাঙ্গালীর কবি!

———

হিমালয়।

১

তুষার আবৃত-দেহ পূত সত্ত্বময়
ওই কিগো দেবাবাস গিরি হিমালয়—
যাহার হৃদয় হ'তে
উন্মত্ত আবর্ত্ত স্রোতে
বাহিরিয়া মন্দাকিনী লহরী নিচয়
সুপবিত্র কলস্বনে অনুরাগে বয়!

২

অম্লান মন্দার-মালা মাথায় করিয়া,
সুধারসে ঢুলু ঢুলু নয়নে চাহিয়া,
কিন্নরী গাহিছে গান,
কীচক ধরিছে তান,
স্তরে স্তরে ছুটে যায় হিমাদ্রির গায়
লক্ষ লক্ষ প্রতিধ্বনি তুলে দিয়ে যায়!

৩

হোথা, কি পার্ব্বতী সতী বালিকা বয়সে
করেছিলা ছুটাছুটী মজি ক্রীড়ারসে?

হিমানী শুভ্রতা পরে
নিরন্তর থরে থরে
অলক্ত রঞ্জিত কম পা'দুখানি তার,
হোথা কি ফুটায়েছিল কোকনদ ভার ?

৪

হিমগিরি সিদ্ধমুনি দেবতা আবাস
হিমে হিমে শুভ্রময় নির্মেঘ আকাশ।
নীহার বিশদ গায়
হীরামুক্তা শোভা পায়,
অপুষ্পা লতারা মরি পুষ্পবতী হয়,
সত্ত্বতরু শাখামূল সদ্ধফলময় !

৫

প্রভাতে তপন করে কি সুষমা ফুটে
স্বপ্নালস সারা গিরি যবে জেগে উঠে !
শত-সূর্য্য করস্পর্শে
যেন গিরি কত হর্ষে
পরেছে রত্নের ভূষা বহ্নি জ্বালাময় ;
কোকনদ সরঃসম হিমশুভ্রময় !

৬

মহাকবি ! কেন তুমি বলেছ এ কথা,
তুহিন সৌভাগ্য লোপী শশি-অঙ্ক যথা
তুহিন যে অলঙ্কার,
তুহিন যে শোভা তার,

গলে যবে—সুধাধারা নিরবধি বয়—
সংঘাতে—হীরার খনি মুকুতা-আলয়।

৭

উন্নত শিখর কত গণ্ডশৈলরাজি,
নিয়ত শোভিত রহে নানা মতে সাজি ;
আশে পাশে যথা ঘিরে
সার্ব্বভৌম নৃপতিরে
সকল সামন্ত রাজা মহিম-মণ্ডিত !
হে গিরি ! তোমার গুণ জগতে বিদিত !

৮

কহ তত্ত্ব কালসাক্ষী ওহে হিমালয়,
দেখিয়াছ এই ভাবে কত সৃষ্টি লয়—!
বিশ্বের অনন্ত দুঃখে
চেয়ে আছ ঊর্দ্ধমুখে
তোমার গৌরব নরে কি বুঝিবে হায় !
মানচিত্র মসী দিয়ে এঁকেছে তোমায় !

ত্রিমূর্ত্তি।

দেবী।

(বিধবা)

পুণ্য শুক্লাম্বর পরা, রূপে বিশ্ব আলো করা,
তৈলহীন রুক্ষকেশ, মুক্ত, বিলম্বিত !
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, মহিম-মণ্ডিত !

সন্ধ্যার ললাটে হায় ! দীপ্ত নক্ষত্রের প্রায়,
বিস্ফারিত আঁখি যুগ, স্নিগ্ধ-কান্তি, স্থির,
কপোল পাণ্ডুর, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর !

অঙ্গে নাহি অলঙ্কার কাঞ্চী, বাজু, বালা, হার,
তবু কত দীপ্তিময়ী—যেন অরুন্ধতী !
অনলহৃদয়গতা—স্বাহা মূর্ত্তিমতী !

সীমন্তে সিন্দূর নাই, আশা তৃষ্ণা—ভস্ম ছাই.
কি দিব্য পবিত্র প্রভা—স্বর্গীয় কিরণে !
জীবনের প্রেমরাশি, সম্বল-মরণে।

স্বামী পূজা, স্বামী ধ্যান, বিশ্বরূপে স্বামী জ্ঞান,
পতিপ্রেম-বলে, সব অমঙ্গল দলি'
বিরাজিতা বিশ্বমাতা, সংসার উজলি'।

উপবাস—একাহার— শীর্ণ তনু সুকুমার,
নির্ব্বাপিত মদনের দৃপ্ত পরাক্রম!
বিলাস বিতৃষ্ণ চিত্র, বিশুদ্ধ সংযম!
পালিতে "আতিথ্য" ব্রত, অক্লান্ত উৎসাহ কত,
কর্ম্মময়ী—কর্ম্মফলে নাহিক বাসনা
ভূমারসে নিশিদিন, সমাধিমগনা।
কি মহান্ আত্মজয়! পরার্থে জীবনলয়,
ধন্য হয় বসুন্ধরা—পা'দুখানি সেবি'।
বঙ্গের বিধবা, তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী!

———

মানবী।

(সংসারিণী)

"নর-সেবা" মহাশিক্ষা— এই মন্ত্রে ল'য়ে দীক্ষা,
শান্তিময় করি বিশ্ব, স্নেহের শাসনে,
কে গো তুমি ব'সে আছ প্রেমের আসনে!
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে, কৃপাবারি আসে স্রোতে,
মুক্তকণ্ঠে গায় নর—তোমার মহিমা,
অয়ি! চির স্নেহ-শীলা পুণ্যের প্রতিমা!
নিত্য দরিদ্রের পাতে— অন্ন দাও নিজ হাতে,
"অন্নপূর্ণা" রূপে সাধ' বিশ্বের কল্যাণ!
'রত্নের ভাণ্ডারে' তুমি কমলার ধ্যান!

রোগীর শিয়র দেশে, ব'সো জননীর বেশে,
শ্রান্তিহীন শুশ্রূষায় আরোগ্য কামনা।
আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিনী, কঠোর সাধনা!
পরদুঃখে অশ্রুরেখা— আঁখি তটে দেয় দেখা,
লক্ষ্মীছাড়া জনে, প্রেমে গৃহবাসী কর,
অনন্তরূপিণী তুমি কতরূপ ধর!
শোকেতে সান্ত্বনা দাও— তাপিতেরে কোলে নাও,
"জননী" "ভগিনী" আর "দুহিতার" রূপে,
অনন্ত তোমার মায়া, পাষাণের স্তূপে।
নরের হৃদয়-রাণী, মুখেতে অমৃত বাণী,
প্রেমে পূর্ণ হৃদিখানি, প্রাণ রসায়ন!
বিশ্ব তব কেলিগৃহ লীলা-নিকেতন।
জল চেয়ে সরলতা, ফুল চেয়ে পবিত্রতা,
দয়া, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, তুমি যে গো সবি।
সংসার—উৎসবময়, তোমাতে মানবি!

———

দানবী।

(বেশ্যা)

ভবের তুফানে হায়! তৃণ সম নিঃসহায়;
আপনার পদশব্দে, চকিতা আপনি,
অপরূপ রূপ ধরি, কে তুমি রমণি?

অপাঙ্গে কুটিল দৃষ্টি— নাশিতে বিধির সৃষ্টি,
দুরন্ত বাঘিনী সম— মৃগের আশায়,
আছ বসে, ভয়ঙ্করি ! তপ্ত আকাঙ্ক্ষায় !

জাতি কুল সব ভুলে— রেখেছ হৃদয় খুলে,
কুসুম সুষমাময়ী, বাহিরে সরল ;
গরলের উর্ম্মিলীলা, লালসা-বিহ্বল ।

মুখে, বুকে, মসী রাগ, কত চিহ্ন, কত দাগ,
কত মলা, কত মাটী, সীমা নাহি তা'র !
মূর্ত্তিমতী মায়াবিনী, শনির সঞ্চার ।

পাষাণেতে বিরচিতা— কামনায় কলুষিতা,
ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা—উদ্ভ্রান্ত যৌবনে ।
প্রলয়ের বহ্নি, খেলে অধরের কোণে ।

আপনার প্রাণ মন, যেচে কর বিতরণ,
মুক্তিভ্রমে মৃত্যুপথ আশ্রয় করিয়া,
নিশিদিন ছেলে খেলা, ভালবাসা নিয়া ।

কি মধু-উৎসব-কলা— রচিয়াছ হে অবলা !
কীর্ত্তি তব—নরভাগ্যে বজ্র অভিশাপ,
অপমৃত্যু, আত্মহত্যা, আজন্ম বিলাপ !

বিষমুখে—রক্তপান, লোকে ভাবে "আত্মদান !
সোণার স্বপনে ঢাকা শ্মশানের ছবি !
নারীরূপে, ধরামাঝে—তুই তো দানবী !

———

যমুনার প্রতি।

১

নীলবাসে বরবপু আবরি' সরমে,
আঁধারে নূপুর শিঞ্জা-কুলুকুলু স্বনে,
সিক্ত করি বনভূমি, সিন্ধু অভিসারে তুমি,
চলেছ যমুনে! ধীরে আকুলিত মনে।

২

উপরে নীলিমাকাশে তারাহার আভা,
তোমার সুনীলজলে খদ্যোতিকা শোভা,
আকাশে "ইথার" ছুটে, তোমার সলিলে উঠে
মৃদুল উর্ম্মিকাবিম্ব বিশ্বমনোলোভা।

৩

প্রকৃতির সনে তুলা তোমারি সম্ভব,
বিপরিবর্ত্তিত তার সর্ব্ব অবয়ব।
কতকাল চ'লে যায়, একরূপে সদা ধায়,
স্বার্থশূন্য ক্লান্তিহীন চেষ্টা অভিনব।

৪

তোমারও সতত হেরি অবিরাম গতি
ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নমত চঞ্চল মূরতি।
কাল সনে ব'য়ে যাও, নিষ্কাম সঙ্গীত গাও,
প্রকৃতির সনে তান মিলায়ে হে নদি!

৫

মূর্ত্তিমতী সৃষ্টিরূপা তুমি বিধাতার,
নানারূপ নানাবর্ণ মায়া-সমাকার,
কোথাও হাসায়ে সুখে, কোথাও কাঁদায়ে দুঃখে,
মায়াবীর মায়া চলে সজীব আকার।

৬

যমুনে ! তোমারও হেরি কতই আকার !
গড় ভাঙ্গ দিবানিশি তুমি চারিধার।
মেঘের রঙ্গের সনে, খেল তুমি ফুল্লমনে,
ও কুটিল গতি বল কে বোঝে তোমার ?

৭

তুমিই মাধব প্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী দারা,
মাধবের বংশীরবে হও মাতোয়ারা।
রাধিকার সনে মিশি, থাক তুমি দিবানিশি,
অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া হ'য়ে আত্মহারা।

৮

সম্রাটের তুমি চির রাণী প্রিয়তমা,
অতীত সাম্রাজ্য স্মৃতি জড়িত সুষমা !
ছিলে প্রাচীন ভামিনী, হ'লে নবীন মোহিনী,
সুচির যৌবনা তুমি অপ্সরা ললনা !

কেন কাঁদি ?

১

কেন কাঁদে প্রাণ মোর দিবস যামিনী ?
কেন নেত্র, অশ্রুজল ঢালে সুধা নিরমল,
বহায় সরস ভক্তি-পুণ্য প্রবাহিনী ?

২

কেন যে বিশুষ্ক হৃদি শিলা সুকঠিন,
পবিত্র নির্ঝর ধারা, সৃজে মাতৃদুগ্ধ পারা,
পরিণত তরঙ্গিনী তরঙ্গ বিহীন !

৩

বজ্র যদি উচ্চৈঃস্বরে পারে কাঁদিবারে,
হৃদয়ে বিদ্যুৎ ধরি', পাপকৃষ্ণ বাস পরি,
মেঘমালা—সেও অশ্রু পারে ঢালিবারে ?

৪

অগাধ অনন্ত নীল মহাপারাবার,
বাহু উর্ম্মি প্রসারিয়া হৃদয়ে টানিয়া নিয়া,
নদীরে মিশাতে পারে আপন মাঝার !

৫

তবে কি সম্ভব নহে রোদন আমার ?
লৌহ যে কৃশানু বলে একেবারে যায় গ'লে,
পাষাণ (ও) সৃজন করে সলিল নির্ঝর !

৬

কেন কাঁদি? যাঁর তরে সদা যোগী জন,
চুম্বকে লৌহের মত, একই লক্ষ্যে ছুটে দ্রুত,
তাঁর তরে কাঁদে যেগো আমার এ মন!

৭

কেন থাকে সৌদামিনী সদা মেঘদলে?
গগনে চন্দ্রমা উঠে, তা হেরি' কুমুদ ফুটে,
কেন বা কমল রাণী ভাসে অশ্রুজলে?

৮

ঊষাসতী দয়াবতী অঝোর রোদনে—
বিহঙ্গ নিস্বন সনে কাঁদে করুণার্দ্রমনে,
তাইত পূজিতা দেবী নিগম নিয়মে!

৯

স্থাবর জঙ্গমাত্মিকা সমস্ত মেদিনী—
যার বলে ওতঃ প্রোত— ভাবে মিশে সদা-রত
সলিলে বুদ্বুদ সম বিবর্ত্তরূপিণী!

১০

যাঁরে কেন্দ্রীভূত করি গ্রহ সমুদয়—
দিগন্তে প্রকাশ পায়, মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়,
তাঁরি তরে কাঁদে মন আশ্চর্য্য এ নয়!

১১

যাঁর শক্তিবলে অণু দ্ব্যণু সমুদয়—
আপনা আপনি মিশি, করে না সকল দিশি—
শৈলে শৈলে সমাচ্ছন্ন, জীবের বিলয়।

১২

যাঁহার চৈতন্য বশে অগণন অণু—
জল স্থল ধরাতল স্বরগ পাতালতল
নিমেষে প্রকাশ করে বিস্তারিয়া তনু!

১৩

অচেতন জড় যদি পারে গো ছুটিতে—
লভিতে পরম পদ; ত্যজিয়া বিষয় মদ,
কেন তা আমরা তবে না পারি লভিতে?

কবি

১

কে বলে উন্মাদ কবি! কবি মহাযোগী;
সে যে প্রকৃতির ধ্যানে
ডুবায়ে আপন প্রাণে
ঈশ্বর চরণে সদা থাকে অনুরাগী।
কে বলে পাগল কবি, কবি মহাযোগী!

২

অসীম অনন্ত নীল আকাশের কোলে
নানারঙে মেঘমালা
ভেসে ভেসে করে খেলা
মৃদুমন্দ সমীরণে তরু লতা দোলে,
তা দেখে বিভোর কবি! আপনারে ভোলে!

৩

রজনীর অন্ধকার স্তব্ধতা ঘুচায়ে—
স্বরগ গবাক্ষ দ্বারে
উষা সতী উঁকি মারে,
সুস্নিগ্ধ রূপের জ্যোতি জগতে ছড়ায়ে—
তা দেখে পাগল কবি—আপনা হারায়ে!

৪

মধুর প্রভাতী সুরে বিহঙ্গমগণ
মুক্ত কার মন প্রাণ
করে তাঁর গুণ গান,
শীতল সুরভি পূর্ণ বহে সমীরণ,
ভাবের অতল তলে কবি নিমগণ !

৫

উজলি উদ্যান ভূমি কুসুম নিচয়—
উষার কিরণ স্পর্শে
আনন্দে ফুটিয়া হর্ষে
হাসিভরা পরিমল সমীরে বিলায়,
তা দেখে কবির ভাষা ফুটে কবিতায় !

৬

নলিনী যৌবন শোভা দেখিতে তপন
আপন প্রখর করে
চরাচর দগ্ধ করে,
তখনও তুমি কবি ! ভাবে নিমগণ !
তুমিই বোঝ কমলের কি শোভা তখন !

৭

অন্ধকার অমানিশা প্রকৃতি ললনা—
মলিন বসন দিয়া
বর অঙ্গ আবরিয়া
সাজেন বিষাদে যেন মলিন বরণা,
তুমিই বোঝ তা কবি অন্যে তা বুঝে না

৮

মধুর কল্পনা স্রোতে সতত যে কবি,
নানা রঙ্গে খেলা খেলে
আনন্দে ভাসিয়া চলে
ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিয়া এঁকে নব ছবি ;
না বোঝে অপরে তাহা, বোঝে শুধু—কবি

৯

শরতের পূর্ণ শশী বিমল শোভায়
হাসি যবে নীলাকাশে ;
জোছনার নগ্ন বাসে
প্রকৃতির বর অঙ্গ আদরে সাজায়,
সমীরণ ফুলবাস কবিরে যোগায় !

১০

বরষার স্রোতস্বিনী দু'কুল প্লাবিয়া
ছোটে সাগরের পানে ;
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে ;
চন্দ্রিকার মালা গাঁথি গলায় পরিয়া,
তুমিই তা দেখ কবি ! নয়ন ভরিয়া !

১১

আঁধার নিশায় তুমি চাহিয়া গগনে
দেখ শোভা প্রকৃতির
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির
নীল চন্দ্রাতপ তলে কে যেন যতনে—
সাজায়ে রেখেছে যত হীরক রতনে !

১২

বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে শুভ্র জোছনায়—
আম্রের মুকুল গুলি
বায়ু ভরে দোল দুলি'
হৃদয়ের মধুরাশি বঁধুরে বিলায়,
তা' দেখে কবির প্রাণ প্রেমে ডুবে যায়।

১৩

কে বলে পাগল, সে যে প্রেমের ভিখারী!
নিতুই নূতন তার
প্রকৃতি সৌন্দর্য্য ভার,
না মেটে পিপাসা তার সৌন্দর্য্য নেহারি—
কে বলে পাগল, কবি সৌন্দর্য্য ভিখারী!

১৪

কে বলে পাগল কবি, সে যে মহাযোগী;
স্রষ্টার চরণ তলে
প্রণমে সে পলে পলে,
প্রশান্ত সুউচ্চমনা কবি সর্ব্বত্যাগী,
কবি যে ঈশ্বর প্রেমে চির অনুরাগী!

———

উর্ব্বশী।

হেমকূট শিরপরি উর্ব্বশী যে দিন,
সংজ্ঞাহীনা সখিক্রোড়ে, "কেশী" বলহীন
পুরূরবা সহ রণে ; মদন সে দিন,
ল'য়ে পুষ্পধনু, যত্ন, উল্লাস নবীন,
বিজয় পতাকা স্বীয় উড়াবার আশে—
প্রেমহীনা অপ্সরার হৃদয় আকাশে,
এসেছিল সঙ্গোপনে ছায়া পথ ধ'রে
তূণীরে কুসুম শরে পরিপূর্ণ ক'রে।
মলয় বসন্তানিল রহিয়া রহিয়া,
নীরবেতে পুষ্পগুচ্ছ চুমিয়া চুমিয়া,
বিহ্বল প্রেমিক মত শত শত বার
লুটায়ে পড়িতেছিল পদে মূর্চ্ছিতার।
কিশোর চন্দ্রের জ্যোতিঃ বেপেছিল ধরা,
অরণ্যানী, শৈলরাজি ; হ'য়ে আত্মহারা,
শ্রান্তহীন বুকভরা বাঁধি আলিঙ্গনে
সযতনে তরুণীরে ; সঘন চুম্বনে
চুম্বি বদন রাজীব ; মধুমত্ত হ'য়ে
পড়েছিল তৃণক্ষেত্রে নিভৃতে ঘুমায়ে।
অবসর প্রতীক্ষায় দূরে শিলাতলে
মদন বসিয়াছিল ; পাপিয়ার দলে

আকাশে তুলিতেছিল সুমধুর তান ;
ব'য়েছিল ধরা মর্ম্মে স্বরগের গান।
মূর্চ্ছিতা অপ্সরা অঙ্গে লাবণ্য তরল
করি আর্দ্র, করি স্নিগ্ধ চিক্কণ কোমল
শৈলগাত্র তরুশির ; শ্বেত জোছনায়
নীরবে বহিয়াছিল।
নীরব ভাষায়
কি যেন কহিতেছিল সমস্ত প্রকৃতি,
কি যেন মর্ম্মের কথা, প্রাণের বেদনা,
কি যেন মধুর পদ, কি যেন সান্ত্বনা !
ধীরে ধীরে উন্মীলিয়া নয়নপল্লব
চাহিলা রূপসী বামা ; ধরণিবল্লভ
পুরূরবা বীরকুল কম অলঙ্কার—
নিঃশব্দে দাঁড়াল আসি সম্মুখে তাহার।
বাছিয়া তূণীর হ'তে তীক্ষ্ণ ফুলশর
মধুমিশ্র বিষমাখা, রতিমনোহর
মন্মথ সুদৃঢ় লক্ষ্যে, ত্যজিলা সায়ক
লক্ষ্য করি অপ্সরার চিত্ত উন্মাদক,
অন্যশর লক্ষ্য করি পুরূরবা হিয়া।
আবেশ-তরল আঁখি, কামনা ভরিয়া—
পরস্পর র'ল গাঁথা, নিমেষে কহিলা
প্রাণের নিভৃত কথা ; সখীরা বিহ্বলা,
বুঝিল না কি নবীন ঘটিল ঘটনা,
অদ্রুদী পাষাণে হ'ল কি স্রোতো রচনা

পূত প্রেম পরিপূর্ণ ; সতত আকুল
আলিঙ্গিতে পরস্পরে।
প্রস্ফুটিত ফুল
সহর্ষে ভ্রমর চুম্বি কহিলা গোপনে
অপ্সরার কীর্ত্তি কথা ; দৃঢ় আলিঙ্গনে,
বাঁধিয়া তরুর শাখা কোমলা বল্লরী
শিহরিলা নিবিড় পুলকে ; ধীরি ধীরি
বহিল দক্ষিণ হ'তে মধুর মলয়,
কাঁপিল, চন্দ্রিকা সুপ্ত, স্থির কিশলয়।
সে শুভ মুহূর্ত্ত হ'তে, হে চির যৌবনা !
আবাস্তুলে যায় মনে প্রেমের অর্চ্চনা,
বিজোনান পূজা ; ঈষৎ অন্তরে তব
ধীরে ধীরে উঠিল ফুটিয়া, অভিনব
প্রেম পারিজাত। বসিয়া নন্দন বনে
কত অশ্রু ঢালিয়াছ তুমি সঙ্গোপনে,
কত দীর্ঘ দিবা নিশি কেহ তা দেখেনি !
দেখিলেও স্বর্গবাসী কেহ তা বুঝেনি !
প্রাণদান মহাব্রত অজ্ঞাত তাদের !
সুখ দুঃখ মেলামেশা ভাষা মরমের !
কি জানিবে তারা ? ঢালি অশ্রু এইরূপে
ধুইলে হৃদয় মলা অয়ি অপরূপে !
তারপর একদিন মহেন্দ্র সভায়
হ'তেছিল নাট্য অভিনয় ; সে দিন তথায়
কি উৎসব, কি আনন্দ, কি চারু সুষমা,

মধুলয়, মধুসম মধুর মূর্চ্ছনা
ফুটেছিল স্বরগের প্রতি অবয়বে।
"লক্ষ্মী স্বয়ম্বরে" তুমি হে উর্ব্বশী! যবে—
দাঁড়ালে সাজিয়া আসি কমলার বেশে,
মেনকা "বারুণী" সাজে জিজ্ঞাসিলা হেসে—
"বরমাল্য প্রিয় সখি দেবে কার গলে,
সমস্ত দেবতা মাঝে দেবসভা-তলে?"
বিভোরা—উত্তর দিল পুরুরবা রাজে,
উপহাস তীব্র ঝঞ্ঝা সে দেব সমাজে
বহিল বিপুল; বিষ্ণু লজ্জানতশির!
শিক্ষক ভরত ত্যজি' নিশ্বাস গম্ভীর
দিলা নির্ব্বাসন আজ্ঞা; মাটীর ধরায়
আইলে নামিয়া তুমি, চির শান্তি প্রায়।

ভ্রম ।

১

বিমলা তটিনী,   সারাটী রজনী
কেন বহে দুঃখ চাপিয়া বুকে ?
মধু খেয়ে খেয়ে   অলি নেচে গেয়ে
কেন গো বেড়ায় নিয়ত সুখে ?

২

গাঢ় জলধর,   অন্তর্দাহকর
কেন গো বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখে ?
আসিলে বল্লরী,   কেন রাখে ধরি
আদরে পাদপ বাঁধিয়া শাখে ?

৩

তমিস্রা রজনী !   রাধা পাগলিনী
বংশীরবে তবু উধাও হয় !
পারেনা ধরিতে   তথাপি ছুটিতে
তরঙ্গ কেন বা কাতর নয় ?

৪

অনল হেরিয়া,   মরিছে পুড়িয়া,
পতঙ্গ কেনন৷ ফিরিয়া আসে ?

সংসার সাগরে সদা ডুবে মরে,
তবু বাধা নর মায়ার পাশে ?

৫

জ্বলে পুড়ে নর, হতেছে তো ছাই
তবু ত, আশা না ছাড়িতে পারে !
বাসনার বশে মৃত্যুমুখে পশে
আমার বলিতে কেহ না ছাড়ে !

৬

আমার নন্দন, আমার ভবন,
আকাশ পবন রবি শশী তারা।
আমার তরেতে রয়েছে পড়িয়া,
এই অভিমানে কেন বুকভরা ?

৭

জলবিম্ব প্রায় সকলি মিশায়,
সলিলে সলিল মিশে চ'লে যায়।
সে বিম্ব হেরিয়া, ভ্রমেতে পড়িয়া,
ভাবিছে মানব থাকিবে হায় !

৮

স্বপনের মত পড়িয়া জগত,
রয়েছে অনাদি অনন্ত কাল।
শূন্যে গাঁট দিয়া, সজোরে বাঁধিয়া,
ভাবিছে থাকিবে অনন্ত কাল !

৯

সংস্কার অধীন, নর জ্ঞানহীন,
"জাগ্রত আমরা" ভাবিছে সবে।
এ নিদ্রা টুটিবে, তখন হেরিবে,
যে ঘুমন্ত নর ঘুমন্ত রবে!

১০

আকাশ পবন, সলিল তপন,
সকলি একেতে মিশিয়া যাবে।
বহু এক হবে, তুমি তাই রবে,
এ দেহ এ মন ভূতে মিশাবে।

১১

সে ভূত সকল, হইয়া তরল,
পরিণতি জেনো একেই শেষ!
বুদ্বুদ হাজার, সলিল আকার,
সলিলই তাহার প্রকৃত বেশ।

———

আহ্বান।

(১)

এস তুমি হে বাঞ্ছিত নয়নরঞ্জন!
নবীন নীরদ অঙ্গে,
চপলার মত রঙ্গে,
কর হিয়া সমুজ্জ্বল, হে চিত্ত মদন!
জড়তা আঁধার হ'ক তোমাতে মগন!

(২)

সমীর তাড়িত ফুল পরাগের মত—
মৃদুমন্দ এ'স তুমি,
রেখেছি হৃদয়ভূমি—
আগ্রহে বাসনা পুষ্প ফুটায়ে সতত,
অপণি'তে পুষ্পচ্যুত দুঃখব্যথা যত।

(৩)

স্বপ্নময়ী প্রীতিবীণা ঝঙ্কার তুলিয়া,
এস তুমি প্রেমময়!
নীরস কুবৃত্তিচয়
তন্ময়তা সুখমাঝে যাউক ডুবিয়া,
সে রসে আমিত্বটুকু উঠুক ভরিয়া!

(৪)

তরঙ্গ বিহ্বলা নদী মৃদু কলতানে—
বহিবে হৃদয়ভূমে ;
নিরাশার তট চুমে,
উচ্ছ্বসিত গীতিধারা অপার্থিব কাণে,—
গাঁথা রবে চিরদিন দেহ অবসানে !

(৫)

বিনাসূত্রে গাঁথা এই সুকুমার হার—
রহিবে উজ্জ্বল ক'রি
কল্পান্ত এ কণ্ঠ'পরি,
সমস্ত ত্রুটি যাহে করিতে বাহার ;
তোমারই করুণা প্রভু সম্বল আমার !

(৬)

উপেক্ষার কুবাতাসে হে প্রিয় সুন্দর !
আশাদীপ নিবায়োনা,
সুখপুষ্প ভাসায়োনা,
আঁধার সংসার রাতি, জলধি দুস্তর,—
দুর্ব্বল মানব তাহে বিক্ষুব্ধ অন্তর !

———

স্মৃতি।

(১)

এত ক'রে আমি যতন করিয়া
রচিনু বাসাটি এই !
কোথাকার বায়ু নিমেষে উড়াল
তাহার ঠিকানা নেই !
মনে পড়ে সই ! সে দিনের কথা,
সংসার কি মিষ্ট ছিল।
পতির বয়ানে ভগবজ্জ্যোতিঃ—
চক্ষু তাহে মগ্ন ছিল !
প্রণয়-অঙ্কুর আকাঙ্ক্ষা-সলিলে
বাড়িয়া পাদপ হ'ল—
সুখের বসন্তে ফুটিল কেমন
তাহাতে কুসুম দল !
অন্তর নিহিত নিদ্রিত বাসনা
নিমেষে জাগিয়া উঠে,
অতৃপ্ত লালসা আকুল পিয়াসা
সজীব হইয়া ফুটে।
হিয়ার ভিতর রেখেছিনু হিয়া,
তবু ত না তৃপ্তি পেত !
মুহূর্ত্ত না হেরে আলোকিত ধরা
আঁধার হইয়া যেত।

সে সকল দিন অতীতে বিলীন—
নাহি তো ফিরিল আর,
স্মৃতিটুকু রেখে চ'লে যায় সুখ,
কাহারও ধারে না ধার!
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখীটি আমার
উড়িয়া গিয়াছে চ'লে,
শত সাধনায় প্রাণভরা ডাক্
পশে না শ্রবণ-তলে ?
আর কি আসিবে, আর কি গাহিবে
মধুর পঞ্চম গান ?
পশি' সেই মত
আকুল করিবে প্রাণ ?
সুখের সময় চ'লে গেলে পর
সুখের আধার ধায় ?
না—সুখের আধার পিছনে পিছনে
সময় যায় ?সুখের

———

উষস্তির ভিক্ষা।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

(১)

শস্যভরা কুরুদেশ, প্রকৃতি শ্যামল বেশ,
দেখা দিল পঙ্গপাল শত ;
মুহূর্ত্তে সে শ্যাম দ্যুতি, ঈশলব্ধ সে বিভূতি,
সকলই হ'ল অপগত।

(২)

প্রকৃতির অলঙ্কার, বড়ই যে শোভা তার,
দস্যুদলে লইল লুটিয়া ;
না রাখিল অঙ্গে আর, একখানি অলঙ্কার ;
পরিধেয়-লইল কাড়িয়া।

(৩)

মরুভূমি হ'ল ক্ষেত্র, অশ্রুভরা ঋষিনেত্র—
হেরি এই শোচনীয় দশা ;
দুর্ভিক্ষ করাল ছায়া বিস্তারিল নিজকায়া,
দুঃখে মৌনী ধরণী বিবশা।

(৪)

আত্মঘাতী প্রেতমত, নরনারী শত শত,
ঘুরিছে ফিরিছে চারিধার ;
কঙ্কালাবশেষ দেহ, শ্মশানসদৃশ গেহ,
দেশময় উঠে হাহাকার।

(৫)

"উষস্তি" ব্রাহ্মণ সুত, দেহমন তপঃপূত,
বহুদিন থাকি অনশন ;
বালিকা বধূর সনে, ঘোর রাত্রে শূন্যমনে,
গৃহ ছাড়ি চলিল দু'জন।

(৬)

নদী, বন, শৈলভূমি, বহু দেশ অতিক্রমি,
পাইল সুভিক্ষ এক দেশ।
হেরিল অনার্য্য ব্যাধে, খাষ মাষ মন সাধে
কুৎসিৎ বিকট তার বেশ।

(৭)

বহুদিন উপবাসে, কাতরে ব্যাধের পাশে,
দাঁড়াইল যাচক সমান।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি মানি, অর্দ্ধস্ফুট কহে বাণী,
"খাদ্য দিয়া বাঁচাও পরাণ।"

(৮)

সসম্ভ্রমে কহে ব্যাধ, "কি করেছি অপরাধ,
হে ঠাকুর! কি ভুল বকিছ?
একে নীচজাতি তার, উচ্ছিষ্ট মাষকলায়,
দিতে তুমি কেমনে বলিছ।"

(৯)

কহিল ব্রাহ্মণ তবে, "অন্ন বিনা মৃত্যু হবে,
প্রাণরক্ষা তরে আমি চাই ;"
এতেক কহিয়া ব্যাধে, দুই জনে মনসাধে,
খেয়ে নিল উচ্ছিষ্ট কলাই।

(১০)

ব্যাধ জলপাত্র দিল, ব্রাহ্মণ নাহিক নিল,
দাঁড়াইল মুখ করি ভার ;
নিষাদ বিস্মিত হ'ল, ক্ষণেক নিস্তব্ধ র'ল,
ব্রাহ্মণের হেরি ব্যবহার।

(১১)

"হে ঠাকুর একি ধর্ম্ম? কিবা এর গূঢ় মর্ম্ম?
উচ্ছিষ্ট খাইতে নাহি দোষ?
তৃষ্ণা কণ্ঠাগত প্রাণ, না করিলে জলপান,
ইহথ পুনঃ কর তুমি দোষ?"

(১২)

ব্যাধের এ বাক্‌ছলে, ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলে,
"জীবরক্ষা নরের ধরম—
সে ধর্ম্মরক্ষার তরে, খাইলাম অকাতরে,
এবে রক্ষা হয়েছে জীবন !

(১৩)

রসনা তৃপ্তির তরে, লোভ বা যথেচ্ছা ভরে,
করি নাই এ নিন্দ্যকরম ;
জলপান ইচ্ছাধীন, না পেলে হ'ব না ক্ষীণ,
তবে কেন ত্যজিব ধরম ?"

(১৪)

"উষস্তি" এতেক ক'য়ে, বালিকা বধূরে ল'য়ে,
ব্যাধগৃহ সত্বর ত্যজিল ;
পবিত্র আশীষ তাঁর, ঘেরি গৃহ চারি ধার,
নিরাপদ করিয়া রাখিল।

———

"আমিই" আমার।

(১)

নিদ্রা জাগরণে মুখে আমি আমি রব,
জগতে যা কিছু আছে আমি করি সব!
আমি হাসি, আমি কাঁদি, আমি নিদ্রা যাই—
আমার সে "আমি" কেন খুঁজিয়া না পাই?
প্রকৃতি অশ্রান্ত সদা যুগ যুগ ধরি—
তার সনে শ্রান্ত হ'য়ে আমি ঘুরে মরি।
এ জীবনে এ সন্দেহ গেল না আমার!
বিরাট বিশাল বিশ্বে—আমি কে আবার?

(২)

"আমি" নিয়ে আমি শুধু আমাকেই জানি।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কিছু নাই মানি।
অস্থি শিরা মেদ মাংস মজ্জা ও রুধির,
পেশী ত্বক স্নায়ু দিয়া রচিত শরীর!
ধমনি করোটি এর বহু উপাদান,
দশটি ইন্দ্রিয় তার আছে বিদ্যমান!
নিজ নিজ নামে এরা বিখ্যাত সংসারে—
তবে এ দেহের মাঝে "আমি" বলি কারে?

(৩)

আঁখি যুগে দৃষ্টিশক্তি, মুখে রহে ভাষা,
মরমে বাসনা জাগে হৃদে ভালবাসা
তড়িৎ তরঙ্গ ছোটে প্রতিভার মাঝে,
সবাই চেতন,—আছে ব্যস্ত শত কাজে।
জিহ্বায় রসের স্বাদ, হাসি ওষ্ঠাধরে,
অগ্নি বায়ু জলে পূর্ণ রয়েছে উদরে।
এটি হস্ত, ওটি নাসা, সে দুটি চরণ
তবে শরীরের মাঝে আমি কোন জন

(৪)

মন কি হইবে "আমি" ? তাই যদি হয়,—
আমি নিদ্রা গেলে কেন মন জেগে রয় ?
আমি যা' ভাবিতে চাই, মন ভাবে আর,
আমার অগম্য পথে গতি সদা তার ;
আমাতে মনেতে সদা হেরি ভিন্ন ভাব ;
আমি স্থির—মন কিন্তু চঞ্চল স্বভাব।
ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, অবাধ্য এ মন,—
এ দেহের মাঝে "আমি" নহে সে কখন।

(৫)

বায়ুকোষে আছে প্রাণ, আকার রহিত,
নিমেষের যোগ তার দেহের সহিত।
জানে না মমতা মায়া, নাহি সব স্নেহ,
পলকে পলাতে পারে ছাড়িয়া এ দেহ।

এই আছে, এই নাই, হয় নাকো বশ—
তাহারে বলিতে "আমি" হয় কি সাহস ?
প্রাণ যদি আমি নয়, আমি নয় মন !
তবে এ দেহের মাঝে আমি কোন জন ?

(৬)

অতি সূক্ষ্ম লিঙ্গ দেহে "আমি" নাহি রয়,
জীবাত্মা তদভিমানী—সেও আমি নয় !
আমি জন্ম, আমি মৃত্যু, স্থিতি, রূপান্তর,
আমি সর্ব্বপ্রাণি-ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর।
এই বিশ্ব-মাঝে আমি বহু রূপ ধরি
মেঘ হ'য়ে ঊর্দ্ধে উঠি, জল হ'য়ে পড়ি।
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু নভঃ শব্দাধার
আমার এ দেহে,—সেই "আমিই" আমার

কবির পরাজয়

১

তার সে নয়ন দু'টী, নীলোৎপল সম ফুটি'

থাকেনা ত' হায়!

সে আঁখি হেরিয়া লাজে, হরিণী বনের মাঝে,

কভু না লুকায়!

শপথ করিতে পারি আমি তোমাদের কাছে,

চপল দৃষ্টিতে তার খঞ্জন নাহিক' নাচে।

২

মুখখানি দেখি তার, পূর্ণ শশী বলি কার'

হয় না'ক ভুল!

দশন রুচিরকান্তি ঘটেনি কখন' ভ্রান্তি

ভেবে কুন্দ ফুল!

ঘন কাদম্বিনী সম কালো নয় সে চিকুর,

সে বেণী কখন নয় নাগিনীর মত ক্রুর!

৩

অফুরন্ত মৃদু হাসি— নহে' ত কৌমুদী রাশি

বিদ্যুৎ চপলা!

ম্লান-মুখে আঁখি জলে— মুক্তা ফল নাহি ফলে,

নির্ঝর তরল।

কমল গোলাপে গড়া—অধরে মধু না ঝরে,
বচনে অমৃত ক্ষরে—শ্রবণে সন্তাপ হরে।

৪

রামরম্ভা নহে ঊরু, ফুলধনু নহে ভুরু,
তিলফুল নাসা,
নহেক সে বাহুলতা, পদ্মের মৃণাল যথা,
প্রেমিকের আশা!
কটী ক্ষীণ বটে তবু কেশরীর মত নয়,
গমনের ভঙ্গী হেরি করী না লজ্জিত হয়!

৫

স্বর্ণ-সরোজিনী সম নহে বর্ণ মনোরম,
কবির বাসনা!
ললাটে সিন্দুর বিন্দু— লজ্জা নাহি পায় ইন্দু,
মরমে বেদনা!
নূপুর শিঞ্জিতে তার মরাল না চায় ফিরে,
রূপ হেরি বনফুল ফোটে না চৌদিক ঘিরে।

৬

তবু সে দেবীতে ওগো! কি জানি কি শোভা আছে,
বিশ্বের মাধুরী সব ম্লান হয় তার কাছে।
সহস্র উপমা আছে সে তনুতে পরকাশি',
সকলের চেয়ে আমি তাই তারে ভালবাসি।

———

বন্ধুর পত্নী-বিয়োগ।

১

হৃদয়-বীণার মরমের তারে—
বাজিল কি শোক রাগিণী।
শান্ত হৃদয় শ্রান্ত ব্যথিত—
শুনিনু কি মৃত্যু কাহিনী!

২

সুখময় গৃহে বিষাদ ঢালিয়া,
প্রাণবৃন্ত আশা সমূলে ছেদিয়া,
দয়িত নয়ন অশ্রু ভ'রে দিয়া
কোথা গেল সে গো চলিয়া!
নিজ হাতে গড়া সাধের সংসার
একেবারে গেল ডুবিয়া!

৩

ছিল যে গো তার সমস্ত পরাণ
সন্তানের স্নেহে ডুবিয়া।
পতির প্রণয় জীবন সাধনা
নিয়েছিল যে গো করিয়া!

৪

প্রীতি সরসীর ফুল্ল সরোজিনী,
দুঃখনিশা শেষে উষা বিমোহিনী,

দীর্ঘ বিরহান্তে মিলন রজনী—
সে আজি কোথায় র'ল!
বিহনে তাহার জ্যোৎস্নাভরা ধরা—
আঁধারে মজ্জিত হ'ল!

৫

প্রাণের সর্ব্বস্ব, জীবন প্রতিভা—
সজীব প্রতিমা যে সে!
না হইতে পূজা, বিসর্জ্জন হ'ল,
জানি না কি হ'ল কিসে!

৬

অধরের রাগ হুতাশে শুকাল,
সংসারের খেলা সকলি ফুরাল,
পতি মুখপানে নীরবে তাকাল
বদনে হাসিটি রাখিয়া—
সতীকুঞ্জ-ধামে চ'লে গেলা সতী
সুবর্ণের রথে চড়িয়া॥

৭

মনে পড়ে সখা! বিবাহের রাতি—
সে উলুধ্বনির ঘটা,
লজ্জা করে জড় উন্মাদ পরশ,
সে নেত্রে বিজলী ছটা?

৮

দুরু দুরু হিয়া সঘনে চাপিয়া,
লজ্জা প্রীতি মাখা নয়নে চাহিয়া,

স্বেদ-বিজড়িত মালাটি ধরিয়া

বরেছিল যবে তোমারে ?

কে জানিত শীত— তুষারে ছাইবে

যৌবনে বাসন্তী লতারে ?

৯

সংসার অরণ্য ! অনুন্নত পথ—

সঙ্গিনী কে হবে আসি !

বিঁধিলে কণ্টক— কেবা দেবে পাতি

হৃদি থানি হাসি হাসি॥

১০

সকলেই জানে মায়ার এ খেলা—

সুখদুঃখ-পণ্যে ভরা দুদিনের মেলা ;

ইথে শান্তি আশা পারাবারে ভেলা—

বুঝিবে না তুমি তা জানি।

বুঝিলেও তবু শোকস্মৃতি তার

দ্বিগুণ বাড়াবে মানি।

১১

হে সাধ্বী ললনে, স্বরগের দেবি !

স্বর্গ হইতে সান্ত্বনা দিও !

তোমার পবিত্র মানস বিকার

শান্তিময় খাদে বহায়ে নিও !

———

উমার প্রার্থনা

১

স্তব্ধ গিরি হিমালয়, প্রকৃতির মুখে—
নাহি আর মত্ত মুখরতা!
জল, স্থল, ব্যোম ব্যাপী পৃথিবীর বুকে—
সমাধির কঠোর স্তব্ধতা!

২

প্রেমভরে ফুটাইতে কোরক নিচয়ে,
অলিকুল না করে ঝঙ্কার;
ধ্যানমগ্ন ত্র্যম্বকের তপোভঙ্গ ভয়ে
রবি করে গলে না তুষার!

৩

মৃগ নাহি মৃগী অঙ্গ করে কণ্ডূয়ন,
ভুলেও না গাহে পাখী গান;
মুগ্ধ প্রাণিকুল—যেন সুপ্ত অচেতন,
নির্ঝর ছেড়েছে কলতান!

৪

শব্দহীন চারিদিক—তপনের আঁখি—
ঢুলু ঢুলু স্বর্ণ মেঘ 'পরে;
ঊর্দ্ধনেত্রে কমলিনী দীপ্তরশ্মি মাখি
মৃদু কাঁপে কোমল কেশরে!

৫

কাঁপাইয়া লতা পাতা তুঙ্গ বৃক্ষ শির,
শন্ শনে বহে না পবন !
পাষাণ খোদিত মূর্ত্তি, চিত্র সম স্থির—
নমেরু বেষ্টিত তপোবন !

৬

হিরণ্য জ্যোতির মাঝে—সার্থক সুন্দর,
ভূলোকের স্বপ্ন অভিসার !
সানুদেশে, বীরাসনে—বিরাজে শঙ্কর
প্রকৃতির প্রেম-অবতার !

৭

তাহারি অদূরে মরি ! বসি' যোড় করে—
তপস্বিনী উমা—একাকিনী,
তুষার-আবৃতকায়া—শোভে সরোবরে
ম্লানমুখী যেমন নলিনী !

৮

চরণ-চুম্বিত কেশ—ধূলায় লুটায়,
কর্ণে নাহি শোভে কর্ণিকার,
আভরণ হীন চারু দেহখানি হায়,—
করে নাই লীলাপদ্ম আর

৯

কোমল কপোলে নাই—কমল-লালিমা,
শ্বেত হাস্য অধরযুগলে !
চম্পক-নিন্দিত বর্ণে ঢেকেছে কালিমা,
সুকঠোর তপস্যার ফলে।

১০

শিরীষ কোমল তনু—বল্কল বেষ্টনে,
তাপখিন্ন—নবীন যৌবন,
নাহি সে চপল ভাব নীলাব্জ নয়নে—
দৃষ্টি খোঁজে রাতুল চরণ।

১১

নত দৃষ্টি ধীরে ধীরে তুলি অতঃপর—
যোগ-মগ্ন মহেশ উদ্দেশে,
কহিতে লাগিলা দেবী—রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
আঁখিজলে যায় বুক ভেসে !

১২

"ত্যজি গৃহ পরিজন,—তোমারে পাইতে—
এসেছি যে সব ভুলে আমি,
নিশিদিন ওই মূর্ত্তি ধ্যান করি চিতে,
তুমি প্রভু, তুমি মোর স্বামী !

১৩

প্রশান্ত সিন্ধুর মত তরঙ্গবিহীন—
তোমার ও বিশাল হৃদয়,
উমার পরশ লাগি' হায় কোন দিন,
হবে নাকি বীচি-মালাময় ?

১৪

নিবাত প্রদেশে স্থির দীপ-শিখা সম,—
বাহ্য জ্ঞান-শূন্য তব মন—
এক মুহূর্ত্তের তরে, প্রার্থনায় মম—
জানিবে না কভু কি কম্পন ?

১৫

বর্ষণ বিহীন ঘন মেঘের মতন—
গাঢ় স্থির প্রণয় তোমার,
জুড়াইতে দুঃখিনীর বিদগ্ধ জীবন,
ঝরিবে না একবিন্দু তা'র ?

১৬

যেই শিলাপীঠে তুমি সমাধি মগন,
পাষাণ সে,—তারও আছে প্রাণ,
মোর দুঃখে, তারো বুকে কর দরশন
করুণা-ঝরণা বিদ্যমান !

১৭

ধবল গিরির শিরে—মেঘের উদয়,
তব শিরে কালফণি মত—
ধূমায়িত, তরঙ্গিত—দেখহে নিদয়!
পার্ব্বতীর শোকোচ্ছ্বাস যত!

১৮

পাইতেছি যে যাতনা—তোমার লাগিয়া—
সে প্রতি অশ্রুর আকিঞ্চন,
তৃণপুঞ্জে হিমালয়,—নীহারে আঁকিয়া
লিখেছে কি অক্ষয় লিখন!

১৯

প্রদোষে—প্রভাতে নিত্য আসি দুই বেলা,—
ও চরণে অর্ঘ্য দিই—প্রাণ,
মহৎ কি ক্ষুদ্র জনে করে অবহেলা—
ওহে মৌনি, নির্লিপ্ত, পাষাণ!

২০

বামদেব! তুমি যদি—এই ভাবে হায়—
অভাগীরে রবে চির বাম,
তবে কেন পার্ব্বতীর এ নারী লীলায়—
দু'দিনের জীবন-সংগ্রাম?

চিরন্তন ধ্যানভঙ্গে—ওগো প্রিয়তম !

কবে বা জাগিবে ক্ষণতরে ?

কবে ধন্য হবে এই দাসীর জনম,

ও চরণ-রেণু স্পর্শ ক'রে !

২২

নিশিদিন পাদমূলে—প'ড়ে নাথ আছি,

অসমাপ্ত হৃদয়ের ভাষা,

হায় প্রভু,—কত দিনে হব কাছাকাছি,

পূর্ণ করি অতৃপ্ত পিপাসা ?

২৩

শান্তিহীন—উৎকণ্ঠিত কাতর পরাণে—

অই করপদ্ম বুলাইয়া,

একবার হাস্যমুখে—চাহি উমা পানে,—

জ্বালা তার দাও নিবাইয়া !"

———

মেনকা

(পত্নীরূপে)

১

চির হাবভাবময়ী রূপসী মেনকা অয়ি!
ত্রিদিব নায়িকা!
কামদুহ্ কল্পলতা, কলাবতী, লীলারতা—
আদর্শ প্রেমিকা!
কল্পনা তুলিতে "রবি" এঁকেছে অদ্ভুত ছবি;
ধন্য নারী কুহকিনী, ধন্য যাদুকরী!
কণ্ঠে মালতীর মালা, কোটী বিশ্ব রূপে আলা;
ঋষিপত্নীরূপে তুমি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

২

নয়নেতে নীলোৎপল আবেশেতে ঢল ঢল—
কজ্জল শোভায়!
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কি লালিমা ও কপোলে—
গোলাপ প্রভায়!
ললাটে মোহিনী টীপ অন্ধকারে জ্বালে দীপ;
চারু অঙ্গে তরঙ্গিত বাসন্তী সুষমা!
কাঞ্চন-রুচির তনু, আশ্রমের কামধেনু,
জীবন্ত কল্পনা তুমি, সজীব উপমা!

৩

শরতের পূর্ণ শশী মাখে কলঙ্কের মসী—
চেয়ে মুখপানে।
কমনীয় কণ্ঠস্বরে— গমক মূর্চ্ছনা ঝরে—
বাঁশরীর তানে !
মুক্ত এলায়িত বেণী— অজগর শিশুশ্রেণী
প্রেমিকের মুখে বিষ ঢালে শতধারে !
সরল সীমন্ত রেখা, সহসা কি দিল দেখা—
দীপ্ত ছায়াপথ ওই অমা[illegible]ধারে ?

৪

অভিরাম গ্রীবাভঙ্গ ; শিহরিছে প্রতি অঙ্গ—
অনন্ত লীলায়।
তুঙ্গ পীন পয়োধরে রবি শশী খেলা ক'রে,
কামনা মিলায় !
কি ছার মুরলী ধ্বনি, নুপূরের রণরণি ;
অলক্তকে আলোহিত চরণ বিলাস !
নিশ্বাসে মলয় বয় মালতী সুরভিময়,
নিতম্বে মেখলা দোলে কনক বিকাশ !

৫

অধরে, তাম্বুলরাগে— অনন্ত কামনা জাগে ;
প্রমত্ত চুম্বন—
পারেনি মুছিতে হায়, শতজন লালসায়
যোগায়ে ইন্ধন !

পবন হিল্লোলভরে বুকের কাঁচলি সরে,
মোহমুগ্ধ বিশ্বামিত্র আবেশে অধীর।
হাসিতে কুসুম ফোটে, ভঙ্গীতে আবর্ত্ত ছোটে,
অতনুর ফুলশয্যা, তীর্থ রূপসীর!

৬

শান্তিময় তপোবনে একি লীলা সঙ্গোপনে,
একি জলকেলি?
অসাধ্য হইল সাধ্য, ঋষিবক্ষ প্রেমে বাধ্য
যাগযজ্ঞ ফেলি!
কি গৌরব কি মহত্ত্ব চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব
পরহস্তে তুলে দিয়ে বিকালে আপনি!
প্রেমে তুমি বিশ্বজয়ী সাধনায় শক্তিময়ী
জগৎ করিছে অই তব জয়ধ্বনি!

(মাতৃরূপে)

১

হে অপ্সরে, অপরূপ তোমার ও মাতৃরূপ
পূর্ণ মহিমায়!
স্তন-গিরিশৃঙ্গ হ'তে অক্ষয় স্নেহের স্রোতে
দুগ্ধ নদী ধায়!
প্রণয়ের কি রহস্য! মদন হইল ভস্ম!
উন্মত্ত মাতঙ্গ ওই গঙ্গাজলে ভাসে!
সদ্যজাত শিশুকন্যা মাতৃ অঙ্কে হাসে!

৪

অঙ্ক কোল শূন্য করি' ফুটন্ত কুসুম হরি'
আনিতে কে পারে ?
ঋষির নাহিক দোষ, বিনোদিনি ত্যজ রোষ !
মিনতি তোমারে।
তোমার যে ভালবাসা স্বপনে রাজ্যের আশা,
বিশ্বে তার সুখ শান্তি শুধু মরীচিকা !
তুমিই ত দেখাইলে তুলে যবনিকা।

৫

দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যান, তনয়ার অকল্যাণ
পারনি সহিতে ?
হৈম ইন্দ্রপুরী ছাড়ি তাই এলে তাড়াতাড়ি,
ছুটিয়া মহীতে ?
সুপ্ত গর্ব্ব লুকাইয়া কি ভাবিছ দাঁড়াইয়া,
কোথা গেল যৌবনের উদ্দাম বাসনা ?
ধ্যানমগ্ন ঋষি যাহে হারা'ল চেতনা ?

৬

পুষ্প অর্ঘ্য বিধাতার— এই পরিণাম তার ?
ভালবাসা ভাণ ?
নিবেছে লালসা চিতা, তাই কন্যা অনাদৃতা !
চাহে "অভিজ্ঞান ?"
একি আত্ম-প্রতারণা ! মার প্রাণে কি যন্ত্রণা !
ভেঙে গেছে সম্রাজ্ঞীর রত্নসিংহাসন !
ভিখারিণী ফিরে আসে মলিন বদন !

৮

উপেক্ষিতা শকুন্তলা জড়ায়ে ধরেছে গলা—
স্তিমিত আলোকে,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী কি তীব্র উজ্জ্বল জ্যোতিঃ
নয়নে ঝলকে !
কি ভাবিয়া অধোমুখে— আদরে তুলিলে বুকে
বাঁচাতে সরম হ'তে আপনা কুমারী !
মাতৃরূপে কি সুন্দরী ! আজি তুমি নারী ।*

---

* রাজা রবিবর্ম্মা অঙ্কিত—"বিশ্বামিত্র ও মেনকা" এবং "মেনকা ও শকুন্তলা"—এই দুইখানি চিত্র দেখিয়া এই কবিতা রচিত হইল ।

অভিমান।

একি হায়, কেন মোরে এনেছ হেথায় ?
কোথা যাব এ আঁধারে নাহি জানি পথ !
হাসিয়া ঘৃণার হাসি তপ্ত আকাঙ্ক্ষায়—
ভুলিয়াছ কোন্ প্রাণে সে মহা শপথ ?
আজ যে তোমারে ভালবাসি না তা'নয় !
হে মানিনি ! এই বুঝি তার প্রতিদান ?
অপ্রলয় ধামে কেন ঘটাও প্রলয়,
নবীর হৃদে ধরি দানবীর প্রাণ ?
ভেবেছিনু আগে আমি হেরিলে তোমায়
নয়নে নন্দন বন হাসিবে আমার ?
এখন পরশি আমি বুঝিয়াছি হায়—
কুপিত ভুজঙ্গ তীব্র বিষের আধার !
পাষাণি, হেরিয়া আজি অভিমান তোর,
যুগান্তের চিন্তারাজি একত্রিত মোর।

ভাল মিলেছে দুজনে।

তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
উত্তাল তরঙ্গে, ভাসি ছোট দুটি ফুল,
তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
মুহুর্ত্তে করিল এক, বিধি অনুকূল।
তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
অকুল সাগর মাঝে দুইখানি তরী!
তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
প্রেম পূর্ণিমায় যেন চকোর চকোরী!
তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
সংসার অরণ্য মাঝে বিটপী ও লতা,
তুমি আর আমি দেবী, তুমি আর আমি—
মিলনের কুঞ্জবনে, রহস্য বারতা!
তুমি আমি বাঁধা আছি শতেক বাঁধনে,
অবোধ বলিবে "ভাল মিলেছে দুজনে"!

কবির—পরাজয়।

(১)

তার সে নয়ন দুটি, নীলোৎপল সম ফুটি'
থাকে না ত' হায় !
সে আঁখি হেরিয়া লাজে, হারণী বনের মাঝে
কভু না লুকায় !
শপথ করিতে পারি আমি তোমাদের কাছে,
চপল দৃষ্টিতে তা'র খঞ্জন নাহিক নাচে।

(২)

মুখখানি দেখি তা'র— পূর্ণ শশী বলি, কার'
হয় না'ক ভুল !
দশন রুচির কান্তি, ঘটেনি কখন ভ্রান্তি
ভেবে কুন্দ ফুল !
ঘন কাদম্বিনী সম কালো নয় সে চিকুর !
সে বেণী কখন' নয় নাগিনীর মত ক্রূর !

(৩)

অফুরন্ত মৃদু হাসি— নহে ত' কৌমুদী রাশি,
বিদ্যুৎ চঞ্চল !
ম্লান মুখে অশ্রুজলে— মুক্তাফল নাহি ফলে,
নিঝর তরল !
কমল গোলাপে গড়া অধরে মধু না ঝরে !
বচনে অমৃত নাই—শ্রবণে সন্তাপ হরে !

(৪)

রামরম্ভা নহে উরু   ফুলধনু নহে ভুরু,
তিলফুল নাসা !
নহেক সে বাহুলতা—   পদ্মের মৃণাল যথা,
প্রেমিকের আশা।
কটি ক্ষীণ বটে, তবু কেশরীর মত নয়,
গমনের ভঙ্গি হেরি,—"করি" না লজ্জিত হয় !

(৫)

স্বর্ণ সরোজিনী সম—   নহে বর্ণ মনোরম,
কবির কামনা !
ললাটে সিন্দুর বিন্দু—   লজ্জা নাহি পায় ইন্দু
মরমে বেদনা !
নুপুর শিঞ্জিতে তা'র মরাল না চায় ফিরে,
রূপ হেরি, বন ফুল ফোটে না চৌদিক ঘিরে !

(৬)

তবু সে দেবীতে ওগো ! কি জানি কি শোভা আছে,
বিশ্বের সুষমা সব, ম্লান হয় তার কাছে।
সহস্র উপমা আছে সে তনুতে পরকাশি'।
সকলের চেয়ে আমি তাই তারে ভালবাসি !

বিরহ।

অনন্ত আকাশে, শশধর হাসে
তারকা রূপসী লইয়া,
জ্যোৎস্না মাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া
প্রেমগান গাহে পাপিয়া ॥
সাগরের পানে ধায় কল তানে—
তটিনী সুনীলবসনা।
রসিক মলয়, ধীরে ধীরে ব'য়,
জাগায়ে ব্যাকুল বাসনা!
শত সুষমায়— তরু লতিকায়
ঢেকেছে নবীন দুকূলে।
সহকার শাখে পিক বধূ ডাকে
মধু পান করি' মুকুলে ॥
ফুটিয়াছে কলি, জুটিয়াছে অলি—
চির পরিমল-তৃষিত!
এ মধু বসন্ত, এ মধু রজনী,
আরো সুমধুর হ'ত লো সজনি!
সে যদি গো ফিরে আসিত!

(২)

দ্যুলোকে ভূলোকে দামিনী ঝলকে,
ঘোর ঘনঘটা গগনে।
কলাপী গরবে কমকেকারবে
নামিছে আসরে সঘনে ॥
ফুটিয়াছে সখি, কদম্ব কেতকী
নিখিলের গ্লানি হরণে।
চির সুমধুর ঝঙ্কার নূপুর
পরেছে পবন—চরণে ॥
যাদুকর-মেঘে এঁকেছে আবেগে
ইন্দ্রধনুর মাধুরী।
গুরু গুরু গুরু— বাজছে ডমরু,
হরষে গাহিছে দাদুরী ॥*
কল কল কল— ছল ছল চল
উছলে প্রবাহ ধরণি।
ছায়া-মায়াময়— গিরি গুহালয়,
প্রকৃতি ধূসর বরণী ॥
সুধা পরশন, বারি বরষণ,
ভুবন অমিয় স্ফুরিত।
নব কুবলয় মধুরপরশা—
হ'ত এ বরষা অমৃত বরষা,
সে যদি গো ফিরে আসিত ;

---

* ভেকী (দর্দুর স্ত্রী)।

ত্রিবেণী।

[জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী।]

১

পাদ পীঠে "কুম্ভমেলা" যোগী ঋষি করে খেলা,
বিশ্বপদ্মে—মূর্ত্তি যেন "সর্ব্বমঙ্গলার"!
মুখে শুভ স্বস্তি বাণী, বুকে—সর্ব্ব জীবে টানি,
স্তন্য ছলে, অন্ন জলে যোগান আহার!
কি বিশ্বাস লোক তন্ত্রে— কি যে দীক্ষা শান্ত মন্ত্রে,
রক্ষাব্রতে সুরক্ষিত বহুপরিবার!
করুণ নয়ন দু'টি, করে কত ছুটাছুটি
পলকে করিতে পূর্ণ যে অভাব যা'র!
আশ্রিত জনের তরে— ইন্দিরার ঝাঁপি করে;
কেহ নহে পর—সবই কত আপনার!
নাহি দিন—নাহি রাত, শিরে বয় ঝঞ্ঝাবাত,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই—মহত্ত্ব অপার।
শক্তিতে অপরাজিতা— তবু অমঙ্গলে ভীতা,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ হৃদয় ভৃঙ্গার।
মল মূত্রে নাহি ঘৃণা, সম্পদেও দীনা হীনা,
ব্রহ্মাণ্ডের পুণ্যব্রতে নিত্য অধিকার!
কে তিনি আনন্দময়ী? সুখে দুঃখে আত্মজয়ী;

তোমরা জান কি কেহ পরিচয় তাঁর ?
নারীরূপে দেবী তিনি "জননী" আমার !
মা আমার মূর্ত্তিমতী, দয়াময়ী "ভাগিরথি"
করিবারে পাতকী উদ্ধার ;
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—শ্রীচরণে যার

২

কথা—আধ' আধ' স্বরে, কলকণ্ঠে সুধা ঝরে,
নিস্তব্ধির বুকে জাগে তরল ঝঙ্কার !
যা' পায় তা' মুখে পোরে, কার সাধ্য রাখে ধ'রে ?
আরসী, চিরুণী ভেঙ্গে করে চুরমার !
কমল গোলাপে গড়া— ওষ্ঠাধর মধুভরা,
একটু ধমক দিলে মুখখানি ভার !
উন্মাদিনী—আপনায়, আপনি না খুঁজে পায়,
উঠিতে চলিতে খায় সহস্র আছাড় !
বিকশিত কুন্দদন্ত, মৃদুহাসি অফুরন্ত,
বিশ্বের সম্মুখে দেয় খুলে গুপ্তদ্বার !
মুহূর্ত্ত সুস্থির নয় ! শত্রুকেও গাহে জয়,
শাসন করিতে মানে দেবতাও হার !
ভিখারীরে ভিক্ষা দিতে, কি উৎসাহ ক্ষুদ্র চিতে !
একাধারে লীলা করে আলো অন্ধকার !
বারেক করিলে কোলে, হৃদয় আপনা ভোলে,—
আশীর্ব্বাদী ফুল যেন ইষ্ট দেবতার !
কেউ অই বামন সম— আবৃত ক'রেছে মম—
ক্ষুদ্র চরণের তলে নিখিল সংসার ?

ওযে গো ! স্নেহের বল—"সুহিতা" আমার !

ঊর্ম্মি সব নেচে ওঠে, কল কল তানে ছোটে,

মর্ম্মে ফোটে—কুমুদ কহ্লার !

স্নিগ্ধ পরশন—প্রাণে ঢালে যমুনার !

৩

নিজ রক্ত মাংস দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষা নিয়ে,

"রাণী" হ'য়ে চিরতরে "দাসীত্ব" স্বীকার !

করি আত্ম-বলিদান, বিকাইয়া মনপ্রাণ,

কর্ম্মক্ষেত্রে কোটী বাহু করিছে বিস্তার !

স্বামীতে "সর্ব্বার্থ সিদ্ধি" সন্তানেতে "ঋদ্ধি বৃদ্ধি"

লক্ষ্মীরূপে সমুজ্জল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার !

রোষে সূর্য্য খ'সে পড়ে, মানে গিরিশৃঙ্গ নড়ে,

প্রতি সম্ভাষণে বাজে বসন্ত বাহার !

হৃদয়টি করি খালি ভালবাসা দেয় ঢালি',—

ভুলে গিয়ে সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থের হুঙ্কার !

নয়নে গোলাপী নেশা সদনে বিহ্বলবেশা,

ধরাসম সহ্য করে শত অত্যাচার !

নিরাশায় জীর্ণ প্রাণে অক্ষয় সান্ত্বনা দানে

মৃত্যুবিজয়িনী শক্তি করে যে সঞ্চার !

বৈরাগ্যেতে মহামায়া, আতপে শীতল ছায়া,

রোগেতে শিয়রে ব'সে জাগে অনিবার !

আকাঙ্ক্ষার সিন্ধুপারে বল বল কে সে নারী ?

এত প্রেম, এত যত্ন, এত দয়া কার ?

চির সুধাময়ী সে যে প্রেয়সী আমার !

তরঙ্গেতে বেগবতী পূর্ণতোয়া "সরস্বতী"
লক্ষ্য—পতি প্রেম পারাবার !
তারি শান্তি নীরে—করি তর্পণ আত্মার !

* * * * *

আমি পান্থ উদাসীন "মাতা" কন্যা" "পত্নী" তিন ;
ত্রিধারায় এ ধরায় "ত্রিবেণী" আমার !
মাতা-"ভক্তি", কন্যা-"কর্ম্ম", পত্নী-জ্ঞানগৃহ "ধর্ম্ম"
বুঝিয়াছি মহামুক্তি প্রসাদে গীতার !
তিন বিনা গতি নাই আর !

———

শল্যের প্রতি অম্বা

হা অদৃষ্ট ! একি শুনি মদ্র অধিপতি ?
কি বলিলে সভামাঝে এ অম্বা অসতী !
শল্যের হৃদয়ে তবে নাহি তার স্থান ?
আমার সে প্রণয়ের এই প্রতিদান ?
হা নির্দ্দয়, হা নিষ্ঠুর,
পুরুষ এতই ক্রূর ?
জীবনে মরণে যেই তোমারই আশ্রিতা—
কেমনে বলিলে তারে "অন্যের গৃহীতা" ?
প্রাণেশ্বর, যে অভাগী—
তোমার প্রেমের লাগি
নিজসুখ দিল জলাঞ্জলি,
আজি তারে ত্যজিলে কি ব'লি ?

(২)

এই যদি ছিল মনে নৃপতি তোমার—
কেন তবে মন প্রাণ হরিলে আমার ?
কেন তবে সে নির্জ্জন তটিনীর কুলে—
দেখেছিলে অবলার হৃদয়টি খুলে ?
চুম্বনে চাপিয়া ব্যথা,
কয়েছিলে কত কথা,

প্রথম মিলন মোহে করিয়া বিবশা
তখন ত জানি নাই ঘটিবে এ দশা !
নিশান্তের স্বপ্নসম
সব গেল প্রিয়তম,
সারাজীবনের আঁখিনীর
সার হ'ল শুধু দুঃখিনীর !

(৩)

স্মৃতির উজ্জ্বল পটে স্বর্ণরেখা সম—
আজিও যে সব কথা জাগিতেছে মম ;
আজিও যে মনে হয়, প্রথম যৌবনে
হইল তোমার সনে দেখা শুভক্ষণে ;
বন অন্তরাল থেকে,
প্রেমের বিভূতি মেখে,
দাঁড়াইলে এসে প্রভু আমার সম্মুখে
হেরিলাম, সে সুষমা দুরু দুরু বুকে ;
অনন্ত আকাশে চাঁদ,
পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
দেখিল সে মধুর মিলন !
স্বপ্ন মাঝে পূর্ণ জাগরণ !

(৪)

এখনও যে পড়ে মনে সে সকল কথা—
শূন্য প্রাণে দিলে তুমি স্নিগ্ধ সজীবতা

তোমার ও বাহুপাশে ধরা দিল তনু
প্রকৃতি আঁকিয়া দিল শত ইন্দ্রধনু—
নয়নে রশ্মির ছটা !
অধরে হাস্যের ঘটা !
তুষারের রাজ্যে একি বাসন্তী উদ্যান ?
তুমি মোর ব্রত, পূজা, তুমি ধ্যান, জ্ঞান।
এ চিত্ত-নন্দনবনে
ভাব মন্দাকিনী সনে
ছুটে এল লালসার স্রোত
কোটী বিশ্ব প্রেমে ওতঃপ্রোত।

(৫)

মনে পড়ে, কত সন্ধ্যা মিলেছি দু'জনে,
দলিত হয়েছে বক্ষঃ দৃঢ় আলিঙ্গনে।
সরম সঙ্কোচ ভুলি' অন্ধ মত্ততায়
আপনার ভাবি বুকে টেনেছি তোমায় ?
কে বল জানিত আগে
তোমার সে অনুরাগে—
ক্ষণস্থায়ী পিপাসায় ক্ষণিক তর্পণ—
ভালবাসা ছেলেখেলা প্রাণ সমর্পণ !
বল রাজা, কে জানিত
পাষাণ তোমার চিত
মরীচিকা সোহাগ মাধুরী,
মুহূর্ত্তের মিলন চাতুরী।

(৬)

বিদারি আমার বক্ষঃ সুতীক্ষ্ণ অসিতে,
মরমের মাঝে যদি পারিতে পশিতে,
দেখিতে সেখানে গৃহ দেবতার মত
তোমারি ও প্রেমমূর্ত্তি রয়েছে স্থাপিত !
অন্বেষিলে ধীরে ধীরে
অণু পরমাণুটিরে,
পাইতে দেখিতে শুধু মন্ত্ররাজ তরে,
আমার হৃদয় ফাটে চিরতৃষ্ণাভরে।
সিন্ধু আশে যে তটিনী
ছুটেছে হে নৃপমণি !
সিন্ধু যদি নাহি ধরে তায়,
উজানে সে বহিবে কোথায় ?

সমাপ্ত।

"মালঞ্চ" প্রণেতা-প্রণীত "অবকাশ" সম্বন্ধে অভিমত

(সার সংগ্রহ)

পূজ্যপাদ কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতিপয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

* * * এরূপ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রবন্ধ লেখা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। তুমি যে অদ্বৈতবাদ বিশেষ বুঝিয়া পড়িতেছ, তাহা তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া বেশ উপলব্ধি হয়। আশীর্ব্বাদ করি, বঙ্গভাষায় এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সাহিত্যসমাজে যশস্বী হও।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পত্রের অংশ বিশেষ।

* * * অবকাশ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। * * * প্রবন্ধগুলি জ্ঞানশিক্ষাপ্রদ ও রসাল। * * * এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াই তুমি সাহিত্য সমাজে যশস্বী হইতে পারিবে, এ আশা আমি করি। তুমি সাংসারিক জীবের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিবার একমাত্র হেতু ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া বিশ্রামপথ দেখাইয়াছ। * * * ইহাতে বাঙ্গলা ভাষার গৌরব বাড়িয়াছে।

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পত্রাংশ।

তোমার "অবকাশ" পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তোমার প্রবীণ জনোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কবিত্ব ও রচনানৈপুণ্য সবিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ

নাই। * * * তুমি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া এইরূপ সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় যশস্বী হও।

বিদ্যোদয় সম্পাদক পূজনীয় শ্রীহৃষীকেশশাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রাংশ।

* * দর্শনের দুরূহ বিষয় সাজাইয়া গুছাইয়া বলা হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতুল্য।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্রাংশ।

* * * তুমি ত্রিতত্ত্বজ্ঞ। জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেম তত্ত্বে তুমি প্রবেশ লাভ করিয়াছ।

কর্ম্মবীর রায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুরের মন্তব্যের কিয়দংশ।

দুরূহ বেদান্ত সম্বন্ধীয় বিচার এরূপ সরল বাঙ্গালায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। * * পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

A short extract from a lengthy review in Indian Mirror :—

* * He has treated in a charming manner subjects both of Literary and Philosophical interest and displayed a wealth of learning and literary skill which interest the book with great importance. Even philosophical subjects serve to scave away the average reader, have been clothed by the magic ef the author's pen.

An extract from Hindu Patriot :—

* * We have gone through the book and have much pleasure to say that some of the articles are exceedingly

beautiful. ✽ ✽ We recommend the reading public at once to read the book.

Extract of the Review from telegraph :—

✽ ✽ Standing at the basis of our knowledge poor as it is we can not but pay our least regard at highest tribute to Kavyatirtha mahasasaya, the author of "Abakash". In our humble opinion he is not a mere surface swimmer but seems to have dived deep into the depths of all the schools of Hindoo philosophy.

✽ ✽ We will be exactly glad to see the book commanding wide circulation, which it rightly deserves.

বঙ্গবাসী, ১৩১৮ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ।

✽ ✽ নির্জ্জোতিষ্ক আকাশে দুই চারিটী নক্ষত্রোদয়বৎ ধর্ম্মভাবসমন্বিত দুই চারিখানি গ্রন্থের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে অবকাশ গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ✽ ✽ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ধর্ম্মভাবে জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময়। ✽ ✽ মধুর ও ভাবময়। ভাবের কৃতিত্বে ও নূতনত্বে গাথা গরীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। ✽ ✽ ভাষার সহজ রাগে পাঠের অনুরাগোদ্দীপক ✽ ✽ বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের কোমল কান্ত রচনার কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল। এবিষয়ের এমন মনোমদ বিশ্লেষণ আর নাই। এ দুর্দ্দিনে সাহিত্যের এ প্রোজ্জ্বল দীপালোকে অনেকের আঁধার ঘুচিতে পারে।

সুলভ সমাচার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৯১১ সাল।

✽ ✽ একদিকে গবেষণা ও অন্যদিকে রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার কেবল দার্শনিক নহেন তিনি সুকবি। ✽ ✽ আমরা আশা করি গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আদৃত হইবে।

এডুকেশন গেজেট।

ইহার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় "মৈত্রেয়ীর আত্মশ্রবণ" উদ্ধৃত করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ সমাজ, পৌষ, ১৩১৯ সাল।

"অবকাশ আমাদের বড় আদরের বস্তু। ✽ ✽ এ মুখ প্রফুল্ল পবিত্র ও কোমল। এই কমনীয় মুখ দেখিলেই চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রিয়জন! সেই মুখখানি একবার দেখ—ইচ্ছা হয় চুম্বন করিও।"

নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৮ সাল।

✽ ✽ ইহা সংযত ও সুন্দর।

হিন্দুপত্রিকা, মাঘ, ১৩১৯ সাল।

✽ ✽ যাঁহারা পাঠককে গভীর চিন্তারাজ্যে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

সমাজ।

পণ্ডিত শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ তাঁহার এই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ✽ ✽ প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনায় এক দিকে গভীর দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, অপরদিকে তাহা সরল সহজবোধ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া লিপিকুশলতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার উপনিষদের গভীর তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী আলোচনায় তিনি নিজের রসজ্ঞতার যেমন পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি পাঠককেও সেই আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ✽ ✽ কাব্যতীর্থ মহাশয় একাধারে কবি ও দার্শনিক।

বসুধা, কার্ত্তিক, ১৩১৮ সাল।

গ্রন্থকার বয়সে নবীন ও একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। এই ছাই ভস্ম গ্রন্থ প্লাবিত দেশে এরূপ একখানি সুলিখিত গ্রন্থ বড়ই উপাদেয়। ✽ ✽ বিষয় গুরুতর হইলেও লিখনভঙ্গী অতি সুন্দর বলিয়া বেশ চিত্তাকর্ষক। ✽ ✽ শেষ দুইটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর অতি সুন্দর সমালোচনা। ✽ ✽ তাঁহার কবিত্বের পরিচয় দিতেছি। আমরা আশা করি, যাঁহারা সদ্গ্রন্থ পাঠের

পক্ষপাতী, তাঁহারা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের রচিত "অবকাশ" খানি অবকাশমত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

জন্মভূমি, চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। * * বিশেষতঃ ধর্ম্মমূলক রচনা হওয়াতে অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। * * কাব্যতীর্থ মহাশয় নূতন কবি। নবরচিত "অবকাশ" অবকাশমত পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই সন্তোষলাভ করিতে পারিবেন।

অবকাশ।—শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত, কাঁটালপাড়া সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ আছে। সন্দর্ভগুলি সারগর্ভ। তত্ত্বমসি, পরমাণু, পরমাত্মা, প্রতিমা পূজা, মৈত্রেয়ীর আত্মশ্রবণ, আত্রেয়ীর দীক্ষা, এই কয়েকটী প্রবন্ধ সারগর্ভ ও সুলিখিত। জটিল বিষয়গুলি এত সরল করিয়া লেখাতে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও সুপাঠ্য; অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তক পড়িয়া উপকার পাইবেন। বসুমতী।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ বি, এল মহাশয় বলেন :—

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অবকাশ" পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এরূপ মধুর শিক্ষাপ্রদ হৃদয়গ্রাহী রচনা অনেককাল পাঠ করি নাই। বাস্তবিক তিনি "তেজস্বী ঋষির বেদান্ত উপনিষদের তীব্র তড়িৎ, কৃশ বাঙ্গালীর কোমল ভাষায়" ব্যক্ত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তাঁহার "অবকাশ" প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কাব্যতীর্থ মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মধুর ধর্ম্মভাবময় গ্রন্থ প্রচারপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন।

সিউড়ি।
৩০শে মে, ১৩১৯ সাল। } (Sd) শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর মহাশয় বলেন—

"Abhakas" is a *near* little production of Pandit Ramsahaya Kavyatirtha who has already made a name for himself. Some of the essays, specially those on "Pratima Puja" and "Mahasweta O Kadambari" are a delightful reading and likely to be of great value to the thoughtful reader. His diction and style are faultless and the book is certainly not wanting in originality.

"Wooma Nilaya."
NAIHATI
20th April, 1913.

BARADA KANTA MITTER
RAI BAHADUR.

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সি আই ই মহোদয়ের মন্তব্য।

"অবকাশ" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। * * * অবকাশে উপনিষদের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। * * এ উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসা যোগ্য। * * সরল ভাষায় উপনিষদের চর্চ্চা হইয়াছে।

নৈহাটী।
২৮শে আশ্বিন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্থানাভাবে অন্যান্য সমালোচনা দেওয়া হইল না।